ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-109 ■ 24 January, 2025 ■ আগরতলা ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১০ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পরাক্রম দিবস

নেতাজীর অনুপ্রেরণা নিয়ে দেশের ঐক্য গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি ।। পরাক্রম দিবস হিসেবে উদযাপিত নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ভাষণ দিয়েছেন। এই উপলক্ষে জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রী মোদী বলেছেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে সমগ্র দেশবাসী আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করছেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ বছরের পরাক্রম দিবসের বর্ণাঢ্য উদযাপন ওড়িশায় তাঁর জন্মস্থলে উদযাপিত হচ্ছে। এই উপলক্ষে ওড়িশা সরকার এবং সেখানকার মানুষদের তিনি অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওড়িশার কটকে এই উপলক্ষে নেতাজীর জীবন ও কর্ম নিয়ে এক বিরাট প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন চিত্রশিল্পী তাঁদের ক্যানভাসে নেতাজীর জীবন সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নেতাজীর সংগ্রহে থাকা নানা বইও সেখানে প্রদর্শিত হয়েছে। শ্রী মোদী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, নেতাজীর জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত এই পরম্পরাগুচ্ছ 'মেরী যুবা ভারত' অথবা যুবস্থান-এ নতুন শক্তি যোগাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, নেতাজীর জীবন ও কর্ম উন্নত ভারত (বিকশিত ভারত)-এর সঙ্কল্প অর্জনে আমাদের সর্বদা অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল 'আজাদ হিন্দ'। এই সঙ্কল্প অর্জনে আজাদ হিন্দ-এর লক্ষ্যপথে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ছিলেন অবিচল। প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছল পরিবারে নেতাজী জন্ম নিয়েছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। ব্রিটিশ সরকারের কোনো পদস্থ কর্তার পদে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন অনায়াসে অতিবাহিত করতে পারতেন। যদিও নেতাজী দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সমস্যাদীর্ণ বিপদসঙ্কুল পথে ভারত সহ বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। নেতাজী সহজ, স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনে বাঁধা পরেননি কখনও। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারত গড়ে তুলতে আজ আমাদের সকলকে সেই স্বাচ্ছন্দ্যের পথকে ডিঙিয়ে আসতে হবে। বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জনে উৎকর্ষের পথ নিয়ে দক্ষতা অর্জনে সকলকে আলোকপাত করার ওপর তিনি জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করতে নেতাজী দেশের প্রত্যেকটি প্রান্তের প্রত্যেক শ্রেণীর বীর নারী ও পুরুষদের যুক্ত করেছিলেন। বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর হলেও দেশের স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের প্রত্যেকের লক্ষ্য। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, আজ বিকশিত ভারত-এর জন্য এই ঐক্যবোধই আমাদের কাছে এক পরম শিক্ষা। তিনি বলেন, স্বরাজ-এর জন্য সেই সময় ঐক্যবোধ গড়ে তোলাই ছিল অত্যাবশ্যক, বিকশিত ভারত-এর জন্য এখন যা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে ভারতের অগ্রগতির সুগম বাতাবরণের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীকে ভারত কি করে নিজের করে গড়ে তুলছে সারা বিশ্ব সেদিকে চোখ রেখেছে। নেতাজী সুভাষের থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ভারতের ঐক্য গড়ে তোলার গুরুত্বের ওপর জোর দেন তিনি। দেশের ঐক্যকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে এবং দেশকে দুর্বল করতে চাইছে, তাদের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

শ্রী মোদী বলেন, ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে নেতাজী সুভাষ ছিলেন গর্বিত। ভারতের সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক ইতিহাসের কথা তিনি প্রায়ই বলতেন যাতে মানুষ তা থেকে অনুপ্রাণিত হন। তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভারত আজ নিজের গর্বিত ঐতিহ্যপথে উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ বছর উদযাপনে লালকেল্লা থেকে তাঁর ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলনকে এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক উপলক্ষ বলে জানান

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার মহিলা

বেধড়ক মার, কেটে নেয়া হল মাথার চুল ঃ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ জানুয়ারি ।। এক কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হল বিশালগড় লালসিংমুড়া মণিপুরী পাড়ায়। সভ্য সমাজে মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার হলেন এক মহিলা। কিস্তির টাকা পরিশোধ করাকে কেন্দ্র করে স্বসহায়ক দলের মহিলারা তাঁদের দলেরই ওই মহিলা সদস্যাকে বাড়িতে ঢুকে মারধর করেছেন।

মারধর করে তাঁর মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বর্বরোচিত এই ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিশালগড় থানার অন্তর্গত লালসিংমুড়া মণিপুরী পাড়ায়।

ঘটনার সময় মহিলা চিৎকার করলেও আশেপাশের বাড়ি ঘরের কেউ তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি।

বরং সবাই দূর থেকে ঘটনার মজা উপভোগ করছিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই এই কলঙ্কিত ঘটনাটি গোটা এলাকায় বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা কেউ ছুটে আসেনি বলে অভিযোগ। পরে ঘটনার খবর যায় বিশালগড় মহিলা থানায়।

খবর পেয়ে বিশালগড় মহিলা থানার ওসি শিউলি দাস নিজে পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে যান এবং ওই মহিলাকে উদ্ধার করে পুলিশ থানায় নিয়ে আসেন। নির্যাতিতা মহিলা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, যে মহিলারা ওনার উপর এই অত্যাচার চালিয়েছে তাদের সবাইকেই তিনি চেনেন।

পুলিশ নির্যাতিতা মহিলাকে থানায় নিয়ে এসে মহিলার মুখ থেকে সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুনেছে এবং এই ব্যাপারে একটি মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় মহিলা থানায় ২১ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলার নাম্বার ১/২০২৫,৭৪/১১৫(২)/৩(৫) বিএনএস ধারায় মামলা গ্রহন করা হয়েছে।

তবে বিশালগড়ের এই ঘটনায় আবারো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে রাজ্যের মহিলারা এখনো সুরক্ষিত নয়।

মহিলাদের সুরক্ষার স্বার্থে রয়েছে মহিলা কমিশন।

তবে এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর রাজ্য মহিলা কমিশন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক, দাবি সাধারণ জনগণের। এলাকার অনেকেই দাবি করছেন, এই ধরনের জঘন্য ঘটনা শুধু একজন মহিলাকে অপমানিত করেনি, রাজ্যের সমস্ত মহিলারা এর মাধ্যমে অপমানিত হয়েছে। তাই স্থানীয় এলাকাবাসীদের তরফ থেকে জোরালো দাবি উঠছে রাজ্য মহিলা কমিশন এবং বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ ঘটনার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যেন কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করুক।

উপযুক্ত বিচারের দাবি জানিয়েছেন নির্যাতিতা মহিলাও। সভ্য সমাজে এধরনের বর্বরোচিত ঘটনা সমাজকে লজ্জায় ফেলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

শহরে নেতাজী স্কুলের বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা

নেতাজীর আদর্শ, কর্মধারা দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হোক যুব সমাজ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ, জীবন, কর্মধারা ও দেশপ্রেম যুব সমাজকে আরো অনুপ্রাণিত করবে। তরুণ ও যুব সমাজের কাছে প্রেরনা তিনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একজন চির স্মরণীয় কিংবদন্তি নেতা ও একজন আপোষহীন যোদ্ধা তিনি। ২৩শে জানুয়ারি ভারত মাতার বীর সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলার নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। পরে আকাশে রং বেরঙের বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ১৯৫১ সাল থেকে এই স্কুলে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান রয়েছে। ছোটবেলা থেকেই এই স্কুল থেকে আয়োজিত শোভাযাত্রা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকতাম।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একজন চির স্মরণীয় কিংবদন্তি নেতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এমন একজন উজ্জ্বল ও মহান চরিত্রের ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা আন্দোলনে খুব কমই দেখতে পাই। ভারতকে স্বাধীন করার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। দেশের জন্য অন্তর থেকে কাজ করেছেন তিনি। দেশের জন্য কাজের মধ্য দিয়ে তিনি সবার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। আমরা জানি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস দল থেকে বেরিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি দাবি করেছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ১১ বার কারারুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তাঁকে কোথাও আটকে রাখতে পারে নি তারা। এমন একজন বীরপুরুষ ছিলেন তিনি। আমরা ছোটবেলা থেকেই তাঁর বীরগাথা শুনে এসেছি। তাই বারবার তাঁর সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হয়। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে আরো বেশি করে জানতে হবে। অনুষ্ঠানে আলোচনা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকত্বের লোভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় দম্পতিরা সিজারিয়ান ডেলিভারির জন্য ছুটছেন

ওয়াশিংটন, ২৩ জানুয়ারি ।। নাগরিকত্বের লোভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় দম্পতিরা সিজারিয়ান ডেলিভারির জন্য প্রসূতি ক্লিনিকগুলিতে ছুটছেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাহী আদেশে জন্মগত নাগরিকত্বের অধিকার বাতিল করে দিয়েছেন। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ওই আদেশ কার্যকর হবে। তাই, ভারতীয় দম্পতিরা ঝুঁকি নিয়েই সি-সেকশনের জন্য প্রসূতি ক্লিনিকগুলিতে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। তাতে, সদ্যজাত সন্তানের শারীরিক অবস্থার চিন্তায় পড়েছেন চিকিতকরা। ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, তিনি প্রায় ২০টি দম্পতির কাছ থেকে ফোন পেয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ট্রাম্প যে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগত নাগরিকত্বের অধিকার বাতিল করা। সুতরাং, ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী শিশুরা আমেরিকান নাগরিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারির পর মার্কিন নাগরিক নন দম্পতিদের জন্ম নেওয়া সন্তানরা আর স্বাভাবিক আমেরিকান নাগরিক হবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ী এইচ-১বি এবং এল১ ভিসায় কাজ করছেন হাজার হাজার ভারতীয়। তারা গ্রিন কার্ডের জন্যও লাইনে আছেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ করে দেয়। যেসব বাবা-মায়ের কেউই আমেরিকান নাগরিক বা গ্রিন কার্ডধারী নন, তাদের সন্তানরা জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিক হবে না। এই কারণেই ২০শে ফেব্রুয়ারির আগে সি-সেকশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের তাড়াহুড়ো শুরু হয়েছে।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার খবর অনুযায়ী, নিউ জার্সির ডাঃ এস ডি রামার ম্যাটারনিটি ক্লিনিকে গর্ভাবস্থার আট এবং নবম মাসের মহিলাদের সি-সেকশনের জন্য অস্বাভাবিক সংখ্যক আবেদন আসছে। এমনকি কিছু মহিলার গর্ভাবস্থার পূর্ণ মেয়াদ শেষ হতেও কয়েক মাস বাকি। ডাঃ রামা টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে বলেন, "সাত মাসের গর্ভবতী মহিলা তার স্বামীর সাথে অকাল প্রসবের জন্য সম্মতি জানাতে এসেছিলেন। মার্চ মাসে তাঁর সন্তান প্রসবে মেয়াদ পূর্ণ হবে।

টেক্সাসের একজন প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস জি মুক্কালা অকাল জন্মের ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে বলেন, গত দুই দিনে প্রায় ২০ জন দম্পতির সাথে কথা বলেছেন। "আমি দম্পতিদের বলার চেষ্টা করছি যে, যদি সম্ভবও হয়, তবে অকাল জন্ম মা এবং শিশুর জন্য উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে। জটিলতার মধ্যে রয়েছে অনুন্নত ফুসফুস, খাওয়ানোর সমস্যা, কম জন্মের ওজন, স্নায়বিক জটিলতা এবং আরও অনেক কিছু," তিনি বলেন।

সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন ২৯শে

দলের সাফল্যের পাশাপাশি দুর্বলতা চিহ্নিত করা হবে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। আগামী ২৯ জানুয়ারী থেকে তিনদিনব্যাপী উমাকান্ত একাডেমির সম্মুখে সিপিআইএমের প্রকাশ্য রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ওই রাজ্য সম্মেলনে বিপুল জনসমাগম হবে বলে আশাবাদী দলের নেতৃত্বরা। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, এই সম্মেলনে বিগত তিন বছরের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা হবে এবং সিপিআইএম দল এই পরিস্থিতির মোকাবেলা কতটা করতে পেরেছে এবং বিভিন্ন এলাকার জনগণকে এই ক্ষেত্রে কতটা যুক্ত করতে পেরেছে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। আসন্ন সম্মেলনে দলের সাফল্যের পাশাপাশি দুর্বলতা চিহ্নিত করা হবে। ওই রাজ্য সম্মেলন চলবে তিন দিনব্যাপী। সম্মেলনের উপলক্ষে উমাকান্ত স্কুলের সামনে ২৯ জানুয়ারিতে প্রকাশ্য সমাবেশ হবে বলেও জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী।

তিনি আরো বলেন, এই রাজ্য সম্মেলনে অঞ্চল কমিটি ও মহকুমা কমিটি সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সমর্থকরা অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি দিল্লি থেকে সিপিআইএম পুলিটব্যুরোর সদস্য বৃন্দ কারাত, অশোক ধাওলে এবং দলের সমন্বয়ক প্রকাশ কারাত এই সম্মেলনে যোগদান করবেন।

তিনি আরো জানিয়েছেন, স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এই সম্মেলনে আয়োজিত করার সম্মতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্মেলনের জন্য নির্ধারিত তিনটি দিনের মধ্যে একটি দিন মাঠে অন্য একটি অনুষ্ঠান হবে বলে বিবেকানন্দ ময়দান বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে দলের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সম্মুখে এই সম্মেলনে করার চিন্তা করা হয়েছিল। কিন্তু এতে জনগণ যানজটের মত সমস্যায় পড়তে পারেন বলে এই স্থানটিকে পরিবর্তনের চিন্তা করা হয়েছে।

দলের নেতৃত্বরা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়ে উমাকান্ত স্কুলের সম্মুখে এই সম্মেলন আয়োজিত করার কথা জানালে তিনি বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথা ইতিবাচকভাবে চিন্তা করে এই সম্মেলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

কংগ্রেস ভবনে নেতাজির জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। আজ যথাযোগ্য মর্য্যাদায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী পালন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, প্রাক্তন সভাপতি পীযুষ কান্তি বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, সাহস ও দৃঢ়তার মাধ্যমে দেশজুড়ে স্বাধীনতার চেতনাকে প্রজ্জ্বলিতকারী দূরদর্শী নেতাজি সুভাষ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগর কাঠ ও আগর তেলের রপ্তানির শর্তাবলী আরও সহজ করল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। আগর কাঠ ও আগর তেলের রপ্তানির শর্তাবলী আরও সহজ করল কেন্দ্র। আজ সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়ালকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, উন্নত ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার জন্য পথ প্রশস্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকার আগর কাঠ এবং আগর তেলের রপ্তানির শর্তাবলী আরও সহজ করেছে। এরজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়ালকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিনি আরও লিখেছেন, এটি একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ যা ত্রিপুরাকে দ্রুত বিকশিত ভারতের পথে চলতে সাহায্য করবে।

ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস থেকে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস থেকে বৃহস্পতিবার রাতে ধর্মনগরে রেল পুলিশের হাতে আটক হল নেশা জাতীয় কফসিরাপ।

রেলপথে নেশা জাতীয় পাচার বাণিজ্য জারি রেখেছে নেশা কারবারীরা। কখনো শুকনো গাঁজা, তো কখনো মরণব্যাধি ড্রাগস, নেশাজাতীয় কফসিরাপ কিছুই বাদ রাখছেনা নেশাকারবারীরা। সবমিলিয়ে নেশা পাচার বাণিজ্যের একমাত্র

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তা ও জলের দাবিতে হাতিমাড়ায় সড়ক অবরোধ জনজাতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। রাস্তা সংস্কার ও পানীয় জলের দাবিতে গন্ডাছড়া মহকুমার রইস্যাবাড়ি --- গন্ডাছড়ার হাতিমাড়া এলাকায় সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন সাতটি এলাকার জনজাতিরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া, অবরোধের জেরে চরম ব্যাহত হয়েছে মহকুমার সাপ্তাহিক হাট বাজার। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ বাহিনী। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে হাতিমাড়ার রাস্তার বেহাল দশায় পরিনত হয়ে রয়েছে। বেহাল দশার কারণে মুমূর্ষ রোগীরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়লেও অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে যাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। কিছুদিন আগে ওই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু ঠিকেদাররা নিম্নমানের কাজ করছে বলে অভিযোগ। তাছাড়া, ওই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা দেখা গিয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে আজ সকাল থেকে পথ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লঙ্গাইভ্যালিতে বনজ সম্পদ পাচার অব্যাহত

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। লঙ্গাই ভ্যালিতে বনজ সম্পদ পাচারের দৌরাত্ম চরমে উঠেছে। এই অবৈধ কার্যকলাপের ফলে বনজ সম্পদের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীও বিলুপ্তির মুখে। অভিযোগ উঠেছে যে, বন কর্মচারীদের সঙ্গে পাচারকারীদের যোগসাজশের কারণে দিনের পর দিন বনাঞ্চল খালি হয়ে যাচ্ছে। গভীর বনাঞ্চল ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় খাদ্যের সন্ধানে বন্যপ্রাণীরা সমতলে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের গাঁজা ধ্বংসে সাফল্য পেল যাত্রাপুর থানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। বিপুল সংখ্যক গাঁজা গাছ ধ্বংস করল যাত্রাপুর থানার পুলিশ। সাথে ছিল টিএসআর বাহিনী। এই অভিযানে আনুমানিক ১৫০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। আজ সকাল ৬ টায় সোনামুড়ার যাত্রাপুর থানাধীন মনাই পাথর ভিলেজের উত্তরাংশে একটি গাঁজা বাগান ধ্বংস করেছে পুলিশ এবং টিএসআর মিলে ২৫ জনের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রসূতির অস্ত্রপচারে ভুলের অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে, সংকটনাপন্ন মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। অস্ত্রপচারে মারাত্মক ভুলের অভিযোগ উঠেছে চেবরি হাসপাতালের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। তার ফলে সন্তান জন্মের পর থেকে সঙ্কটাপন্ন তরুণী বধূ। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন খোয়াই তবলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ তাঁতি।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, খোয়াই তবলাবাড়ির বিশ্বজিৎ তাঁতির স্ত্রী অনিমা তাঁতিকে গত ৭ ডিসেম্বর চেবরি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল। পরদিন মহিলার সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু এরপরই মহিলাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। কারণ মহিলার শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক নাকি বলেন অনিমা তাঁতির কিডনিতে সমস্যা হয়েছে। অথচ আগে কখনও মহিলার এই সমস্যা হয়নি। যে চিকিৎসক চেবরি হাসপাতালে মহিলার অস্ত্র পাচার করেছিলেন তিনি আগে থেকে প্রাইভেট চেম্বারে অনিমা দেখেছেন। এদিকে জিবি হাসপাতালে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
১০ মাঘ, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ জাতীয় শিশুকন্যা দিবস

জাতীয় শিশু কন্যা দিবস প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি পালিত হয়। এই দিনটি কন্যা শিশুদের গুরুত্ব এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য উদযাপিত হয়। অনেক সমাজে কন্যা শিশুদের ছেলে শিশুর তুলনায় কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই দিবসটি এই ধারণাকে ভাঙিতে এবং কন্যা শিশুদেরও সমান অধিকার দেওয়ার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করে।

কন্যা শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই দিবসটি এই বিষয়গুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াইতে সাহায্য করে।কন্যা শিশুদের বাল্য বিবাহ, নির্যাতন এবং অন্যান্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই দিবসটি এই সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে।স্কুল, কলেজ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।পোস্টার, ব্যানার এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।কন্যা শিশুদের সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা সভা করা হয়। জাতীয় শিশু কন্যা দিবস পালনের মূল লক্ষ্য হইল কন্যা শিশুদের প্রতি সচেতনতা বাড়ানো এবং তাহাদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। এই দিবসটি আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে কন্যা শিশুরাও ছেলে শিশুদের মতোই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।অনেক সমাজে কন্যা শিশুদের ছেলে শিশুর তুলনায় কম মূল্য দেওয়া হয়। এই দিবসটি এই ধরনের ভেদাভেদ দূর করিতে সাহায্য করে।সব মেয়ে শিশু যেন শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সেজন্য এই দিবসটি সচেতনতা সৃষ্টি করে।মেয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করিবার জন্য এই দিবসটি গুরুত্বপূর্ণ।মেয়ে শিশুরা যেন সমাজে সমান অধিকার পায়, সেজন্য এই দিবসটি জনসচেতনতা সৃষ্টি করে।

এই দিবসটি আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে সব শিশুই সমান এবং তাহাদের সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। কন্যা শিশুদের শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান এবং স্বাবলম্বী করিয়া তোলা আমাদের সবার দায়িত্ব।

জাতীয় শিশুকন্যা দিবস প্রতি বছরই দেশ জুড়িয়া মহাসমারোহে পালিত হয় দিনটি। ২৪ জানুয়ারি দেশের কন্যাদের কথা মাথায় রাখিয়া প্রতিবছর নানা উদ্যোগ নেয় সরকার। সাধারণ মানুষের মধ্যে লিঙ্গ সচেতনতার বার্তা দিতেই মূলত এই দিনটি পালন করা হয়। এখনও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আকছার কন্যাভ্রূণ হত্যা ঘটিতেছে। আবার কখনও পণের দাবিতে, তো কখনও আবার গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হইতেছে মেয়েরা। তাই দেশের মেয়েদের বাঁচাইতে কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু হইয়াছে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'। এই প্রকল্পের হাত ধরে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন তাঁহারা। প্রতিবছরের মতো ২০২ ৫সালেও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হইবে এই বিশেষ দিনটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করিয়া মুখ্যমন্ত্রী -সকলেই কন্যাদের শুভেচ্ছা জানাইয়া বিশেষ বার্তা দেন সোশাল মিডিয়ায়। মেয়েদের পাশে রহিয়াছে সরকার, তাহাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নানা প্রকল্প রহিয়াছে- এমন বার্তা দিয়া থাকেন তাঁহারা। প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি ভারতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন করা হয়। ভারতে কন্যা শিশুদের সমর্থন এবং বিভিন্ন সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই দিনটি উদযাপিত হয়। এই বিশেষ দিনটি মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক ২০০৮ সালে, ভারত সরকার এবং মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়াইয়া দেওয়ার উদ্যোগ শুরু করে। সমাজে মেয়েরা প্রতিমুহূর্তে যে লিঙ্গ বৈষম্যের মুখোমুখি হইতেছে সে সম্পর্কে সচেতনতা ছড়াইয়া দেওয়ার লক্ষ্যেই এটি শুরু করা হইয়াছিল।

বেশ কয়েক বছর ধরিয়া, ভারত সরকার মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করিয়া তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়াছে। এই কারণে কন্যা শিশুদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়াও শুরু হইয়াছে। এর মধ্যে কয়েকটি উদ্যোগ হইল ''বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'',।ভারতীয় সমাজে ক্রমবর্ধমান কন্যা ভ্রূণহত্যা ও শিশু হত্যার কারণে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন শুরু হইয়াছিল।কন্যা ভ্রূণহত্যা নিয়ন্ত্রণে আনিতে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে।যাহাদের শিশু কন্যা আছে তাহাদের সরকার আর্থিক সহায়তা করিতেছে এবং মেয়েদের বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করিবার কথাও ঘোষণা করিয়াছে।

এই দিবসটি পালনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইল, কন্যা শিশুদের অধিকার এবং তাহাদের শিক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো।এই দিনটির আরেকটি লক্ষ্য হইল, ভারতীয় সমাজে মেয়ে শিশুদের প্রতি অবিচারকে তুলিয়া ধরা এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রচার

এবার বিধাননগর এবং বাগুইআটিতে বাড়ি হেলে হইচই

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): বাঘাযতীন, ট্যাংরার বাড়ি হেলে হইচইয়ের পর এবার বিধাননগর এবং বাগুইআটি। বৃহস্পতিবার নতুন করে আরও দুটি এলাকায় তিনটি বহুতল হেলে পড়ার ঘটনা সামনে এসেছে। ইতিমধ্যে পুরসভাতে দায়ের হয়েছে অভিযোগও।

গোটা ঘটনায় শহরজুড়ে নতুন করে বহুতল আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পরিস্থিতির জন্য পুরসভা এবং ঠিকাদারদের যোগসাজসকেই দায়ী করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সূত্রের খবর, এদিন সকালে বিধাননগরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণপুরে একটি বহুতল হেলে পড়ে। তার কিছু পরেই বাগুইআটির জগৎপুরের নেতাজিপল্লীতে আরও একাধিক বহুতল হেলে পড়ার ঘটনা সামনে আসে।

গোটা ঘটনায় শোরগোল তৈরি হয় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে।

বাগুইআটির স্থানীয়দের অভিযোগ, পুকুর বুজিয়ে জোর করে পাশাপাশি দুটি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছিল। একইভাবে বিধাননগরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডেও একটি বহুতল হেলে পড়ে। ভুক্তভোগীদের কেউ সারা জীবনের সঞ্চয় জমিয়ে, কেউ বা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন, 'আমাদের তো পথে বসতে হবে! এবার আমরা কোথায় যাব?'

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের বারান্দা থেকে বৃহস্পতিবার এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। সূত্রের খবর, কম্বলে মোড়া ছিল ওই যুবকের মৃতদেহ।

রোজ সকালে বহু মানুষ রবীন্দ্র সরোবরে হাঁটতে যান। এদিনও গেছিলেন। তাঁদের মধ্যেই কেউ প্রথমে কম্বলটি লক্ষ্য করেন। একটু কাছে যেতেই বুঝতে পারেন তার ভিতরে মৃতদেহ রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিশ। তবে কী ভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সূত্রের খবর, ওই যুবককে অনেক সময়ই রবীন্দ্র সরোবরে আসতে দেখেছেন কেউ কেউ। তবে তাঁর পরিচয় জানেন না তাঁরা। যুবকের বয়স ৩৫ বা কিছু বেশি হবে। তাঁকে এখনও শনাক্ত করা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এদিন স্টেডিয়ামের নীচের বারান্দায়, কম্বল চাপা দেওয়া অবস্থায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেছিল যুবককে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, তাকে খুন করা হয়েছে। তবে সে ঘটনা ওখানেই ঘটেছে না অন্য কথাও তাকে খুন করে দেহ এখানে এনে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তা স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে।

দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র : এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়

রাজু পারাল

তুমি ত আমাদের মতো সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাই দেশের রাজপথ তোমার ‑তোমাকে ডিভাইয়া চলিতে হয় কোন বিস্তৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ও শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল সেই ত তোমার গৌরব। তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার। এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সেত কেবল তোমারই জন্য। দুঃখের দুঃসহ জরুভার বহিতে তুমি পার বলিয়াই ত ভগবান এত বোকা তোমারই স্বদে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তি পথের অগ্রদূত। পরাধীন দেশের হে। রাজবিদ্রোহী। তোমাকে শত কোটি নমস্কার। - কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত সর্বত্যাগী দৈনিক নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সুভাষচর মধ্যে অন্যতম। অতুলনীয় ছিল, তাঁর দেশদ্রোম। সাহস, ত্যাগ, বীরত্ব আর সংগঠন ক্ষমতার এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর শেষ জীবনটা ছিল রহস্যঘেরা। এক বিমান দুর্ঘটনায় তাইওয়ানে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বালে ঘোষণা হলেও ‘‘মুখার্জি কমিশন’’ তদন্তে নেমে জানতে পারেন। তাইওয়ানে এ ধরনের কোনও বিমান দুর্ঘটনা। ঘটেনি। মুখার্জি কমিশনের দাবি, উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদে যে গুমনামী সন্ন্যাসী আত্মগোপন করেছিলেন, তিনিই প্রকৃত ‘‘নেতাজি’’।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু’র অনুগামী ও ভক্তরা দেশের আইন অনুসরণে তাঁর অন্তর্ধান রহস্যের অবসান চাইলে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মনোজ মুখোপাধ্যায় কমিশন গড়ে এভিডেন্স অ্যাক্ট ১৯৭২ অনুসরণে তদন্ত চালায় দেশ ও বিদেশের মাটিতে। কমিশন শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে আসে, ১৯৪৫ সালে তাইহোকু বিমানবন্দরে নেতাজির মৃত্যু হয়নি। জাপানের রেনকোজি মন্দিরে সংরক্ষিত চিতাভস্মও আদৌ সুভাষচন্দ্রের নয়। যদিও শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার সিদ্ধান্তটি খারিজ করে দেয়। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক স্মরণীয় চরিত্র। যেভাবে তিনি অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে একটার পর একটা রণক্ষেত্রে ইপ্সিত জয় করায়ত্ত করেছিলেন তা আমাদের বিস্ময় জাগায়। সুভাষচন্দ্রের জীবনে আদর্শপুরুষ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজিরা বাদীর প্রেরণা ও উৎসাহ তাঁকে স্বদেশ ও বিদেশে মুকুটহীন রাজা’র মর্যাদা ও গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। করেছিল। বিবেকানন্দের দেশপ্রেম ও বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম সুভাষচন্দ্রকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। স্বামীজির মতো সুভাষচন্দ্রও আমাদের দেশে ধর্মের নামে যে শোষণ, অন্যায় ও পাপাচার হচ্ছে তার তীর নিন্দা করেছেন এবং অন্তর দিয়ে ভারতবর্ষের কল্যাণ কামনা করে নিজেকে ভারতমাতার চরণে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করেছেন। জননী জন্মভূমির সেবাকেই সুভাষচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে সুভাষচন্দ্রের ‘‘ভারত প্রেম’’ সম্পর্কে এক উক্তি তাই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য- কৈশোর ও যৌবনই সাধনার প্রকৃষ্ট সময়। টাটকা রাঙা ফুলেই দেবীর আরাধনা হইয়া থাকে, পুরানো বাসি ফুলের দ্বারা সে পূজার কাজ সমাধা হইতে পারে না। তাই বলি, হে আমার তরুণ ভাইসব, তোমাদেরও হৃদয় যখন পবিত্র শক্তি যখন অযুণান্ত, উৎসাহ যখন অদম্য এবং ভবিষ্যৎ জীবন যখন আশার রক্তিম রাগে রঞ্জিত, সেই শুভ সময়ে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের চরণে আয়োৎসর্গ করো। দেশমাতৃকার জরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিব- ইহাই একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত।’

সুভাষচন্দ্রের সময় জীবন, মূলে আছে ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। দেশের কাজ যে ঈশ্বরেরই নির্দেশিত কাজ একথা তিনি প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন। সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে ত্যাগ, সাহসিকতা, সেবাপরায়ণতা, দেশগ্রোম এবং সর্বোপরি যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল তার মূলে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সুমহান অদেশ। শৈশবে সুভাষচন্দ্রের অন্তরে যিনি সুভাষচন্দ্রেরা সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন বিপ্লবী হেমন্তকুমার সরকারের। যাঁর সান্নিধ্যে এসে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বিপ্লবী দল সম্পর্কে বিশদ তথ্য পান আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধব দাসের কথা সুভাষচন্দ্র লিখেছেন শিক্ষকদের মধ্যে একজনই মাত্র আমার মনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি আমাদের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস। প্রথম দর্শনেই তাঁর বাক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স। বারোর বেশি হবে না। এর আগে আর কাউকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করেছি বলে মনে পড়ে না।’

প্রকৃতিপ্রেম, সৌন্দর্যচেতনা ও নীতিবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন, তিনি কটকের র‍্যাভেনস কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস।। সুভাষচন্দ্রের জীবনের প্রথম প্রেরণাদাতা তিনিই। তিনি ছিলেন প্রাগা সমাজের প্রাণপুরুষ কেশবচন্দ্র সেনের অনুরাগী শিয়া ও ভক্ত।।। এই বেণীমাধব দাসই কেশবচন্দ্র সেনে ১৯১৩ সালে র‍্যাভেনস কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। সম্ভবত ওই কলেজে ছাত্র থাকাকালীনই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।। পরবর্তী জীবনে প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা ও সমর্থন পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। প্রেসিডেন্সি কলেজেই এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে, মা সুভাষচন্দ্রের জীবনে ও বাংলার সামাজিক জীবনে দারুণভাবে প্রভার পড়ে। কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ওটেন সাহের পড়াতে পড়াতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে এক ভারতীয় ছাত্রকে ধাক্কা দেন। অপমানিত ছাত্রের দল প্রতিবাদ জানায় অধ্যক্ষের কাছে। ছাত্রনেতা সুভাষচন্দ্র সুবিচার না পেয়ে ১৯১৬ সালের ১০ জানুয়ারি ছাত্রদের নিয়ে গুটেন সাহেবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত ধর্মঘট ডাকলেন। ছাররা গুটেন সাহেবকে প্রহারও করলেন। প্রচার হয়ে গেল সুভাষই ওটেন সাহেবকে মেরেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করলেন। সুভাষচন্দ্র সেই দিনটার কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে লিখেছেন-আমার জীবনে নীতি ও স্বাদেশিকতার বাস্তব জেরে কঠোর পরীক্ষা হয়ে গেল। আমি যখন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বের হলাম তখন আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা চূড়ান্তরূপে স্থির গিয়েছে।’ এবারের মতো উলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় সুভাষচন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখান থেকেই বিএ পাশ করেন। ১৯১৯ সালে সুভাষচন্দ্র রিলেতে যান আইসিএস পড়তে। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করে আট মাস পরে পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে আইসিএসে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু ইংরেজদের চাকরিতে গোলামি করার ইচ্ছে সুভাষের ছিল না। তিনি মনস্থির করলেন, দাসত্ব নয়, দেশসেবাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। গান্ধিজির নেতৃত্বে ততদিনে ব্যাংলাদেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আর এই আন্দোদানের মূল নেতা ছিলেন ‘‘দেশবন্ধু’’ খ্যাত চিত্তরঞ্জন দাশ। বিলেতে থাকাকালীনই সুভাষ তাঁর অভিপ্রায়ের কথা দেশবন্ধুকে একটি চিঠিতে লিখলেন- ‘‘আপনি আজ বাংলাদেশে স্বদেশ-সেবা যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক। আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া আমি নিজেকে মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করতে চাই।’’ দেশসেরার

কণ্টকাকীর্ণ পথই শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন। এভাবেই শুরু করেছিলেন বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জীবন। রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সংকটময় দেশসেবার কন্টকাকীর্ণ পথই শেষপর্যন্ত সুভাষচন্দ্র বেছে নিয়েছিলেন। এভাবেই শুরু করেছিলেন বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জীবন। রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে একজনের সর্বাত্মক সাহায্য পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র, তিনি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মুহূর্তে একজনের সর্বাত্মক সাহায্য পেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র, তিনি সাহিত্যিক দেশসেবার কারণে সুভাষচন্দ্র বহুবার কারাবরণ করেছেন। পরপর দু’বার জাতীয় কাগ্রেসের সভাপতিও নির্বাচিত হন সুভাষচন্দ্র। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়রও নির্বাচিত হন তিনি। কিন্তু কংগ্রেসের আপসকামী দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিরোধিতা ও চক্রান্তের ফলেই তিনি সভাপতির পদে ইস্তফা দেন এবং কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে ‘‘ফরওয়ার্ড ব্লক’’ নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ব্রিটিশ সরকারের চোখে সুভাষচন্দ্র ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠলেন। তাই ১৯৪০ সালের ২ জুলাই সুভাষচন্দ্রকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হল। কিন্তু কর্মহীন বন্দিজীবন তিনি মেনে ২ নিতে পারলেন না। জেলেই শুক করলেন আমৃত্যু অনশন। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে স্বগৃহে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল। নিজের বাড়ি থেকেই ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি গভীর রাতে মৌলভির ছদ্মবেশে কলকাতা ত্যাগ করেন সুভাষচন্দ্র। ২১ অক্টোবর, ১৯৪৩ সাল। দুনিয়া জুড়ে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদের তাণ্ডব চলছে। ঠিক সেই সময়েই বিশ্ববাসী সচকিত হয়ে উঠল একটি ঘোষণায় ভারতের বাইরে ‘‘আজাদ হিন্দ সরকার’’ গঠিত হয়েছে। পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী কোটি কোটি মানুষ জানতে পারল তাদেরই প্রিয় নেতা আপসহীন সংগ্রামী সুভাষচন্দ্রের কীর্তির কথা। আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন- ‘আমি, সভাষচন্দ্র শপথ করছি যে, আমার জীবনের। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি আজাদ হিন্দ সরকারের সেবা করব এবং ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ আমি সংগ্রামরত থাকব। ঈশ্বর, স্বদেশ ও স্বজাতির নামে আমি এই শপথ করলাম।’ রবীন্দ্রনাথের ‘‘জনগণমন অধিনায়ক’’ গানটি ছিল এই সরকারের জাতীয় সংগীত। সুভাষচন্দ্র এই সময় থেকেই দেশের মানুষের কাছে হয়ে উঠলেন ‘‘নেতাজি’’। ১৯৪৫ সালে ‘‘আজাদ হিন্দ বাহিনীর’’ সেনাদের নিয়ে বীরবিক্রমে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভারতে প্রবেশ করেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পতন হওয়ায় জাপানের সাহায্যের অভাবে আজাদ হিন্দ সরকারের পতন ঘটে। ১৭ আগস্ট নেতাজি সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেন। অনিশ্চিত যাত্রার আগে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যদের বলেছিলেন- পৃথিবীতে এমন ক্ষমতা কারও নেই আরাতকে অধীন করে রাখে- তার স্বাধীনতা অবধারিত। এর ঠিক দু’বছর পরেই ভারতবর্ষ লাভ করে তার ইন্দিত স্বাধীনতা। দেশের মানুষের হহৃদয়ে। সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামী জীবন ও আদর্শ আজও বেঁচে আছে, চিরদিন থাকবেও।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

যে সব পত্রিকা স্বাধীনতার বীজ বুনেছিল

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

একটা দেশের সমাজ পরিবর্তনে সংবাদপত্রের ভূমিকা থাকে ঐতিহাসিক। ১৭৮৯ এর ফরাসি বিপ্লবের আগে সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিল সংবাদপত্র। শ্রমিক কৃষকের মধ্যে এনেছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। মনীষীদের রচনা, এনসাইক্লোপিডিস্টদের সামাজিক ব্যাখ্যা ফরাসি বিপ্লবের ভূমি প্রস্তুত করেছিল। যে সাংবাদিকতার সাহসী প্রভাব পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিপ্লবী প্রয়াসকে প্রভাবিত করেছে। আমাদের দেশের নবজাগরণের পথ বেয়ে জাতীয় আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। সেই ধারায় গড়ে ওঠা পরাধীনতা থেকে মুক্তির চিন্তায় সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ঔপনিবেশিক অপশাসনের বিরুদ্ধে এই সব সংবাদপত্রে বোনা হয়েছিল ক্রান্তি চেতনার বীজ। সাহিত্য- সমাজ- রাজনীতির নতুন চিন্তা চর্চার ক্ষেত্র ছিল এই সব পত্রিকা। ছিল প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংস্কৃতি মেলবন্ধনের স্থান। পত্রিকাগুলি সমাজ পরিবর্তনের দিশা দেখিয়েছিল, স্বপ্ন দেখিয়েছিল নতুন সমাজের।

চিরকালই এই ধরনের সংবাদপত্রের ওপর শাসকের আক্রোশ নেমে আসে। উনিশ শতকের সংবাদপত্রের ওপর নেমে এসেছিল ব্রিটিশ শাসনের নিষেধাজ্ঞা। সংবাদের ওপর নিয়ন্ত্রণের সূচনা ঘটেছিল ১৭৯৯ সালেই। এই বছর লর্ড ওয়েলেসলি সংবাদপত্রের স্বাধীন তথ্য প্রকাশর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের জে বি মার্শম্যানের সম্পাদকীয়তে উল্লেখ পাওয়া যায়, নিয়ন্ত্রণের দাপটে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা সংবাদপত্র থেকে বাদ পড়ে যেত। ১৮২৩-এর ৪ এপ্রিল বলবৎ করা হয় কড়া প্রেস আইন। স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশকদের বেঁধে ফেলা হয় এই আইনে। এই আইনের জন্য রাজা রামমোহন রায় ‘‘মীরাৎ-উল-আখবার’’ বন্ধ করে দেন। এই পত্রিকায় প্রশাসনের ত্রুটিগুলিকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হত। তুলে ধরা হত দেশের মানুষের শোচনীয় অবস্থার কথা। নতুন আইনের অপমানজনক শর্ত রামমোহন রায় মানতে পারেননি। ১৮৫৭সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিংয়ের নির্দেশে মুদ্রণ যন্ত্রের স্বাধনতার ওপর নতুন করে আঘাত আসে। যে কোনও ইংরেজ বিরোধী সংবাদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়। কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত ‘‘হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার’’ ও রংপুরের ‘‘রঙ্গপুর বাত্তা’’ পত্রিকা দুটি বন্ধ হয়ে যায়। দুটি পত্রিকায় সাধারণ মানুষের। দুঃখকষ্টের বিবরণ থাকত। মানুষকে উৎসাহিত করা হত তাদের সামাজিক অধিকার গড়ে তোলার। সংবাদপত্রই ছিল রাজনৈতিক ভাবনা প্রসারিত করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে। ‘‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’’ পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তীব্র ভাষায় ইংরেজের সমালোচনা শুরু করেন। লিখেছেন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, কৃষকদের দুর্দশার কথা। জমিদারী শোষণ-অত্যাচারের তথ্য হিন্দু প্যাট্রিয়ট জনসমক্ষে তুলে ধরে। গ্রাম-সমাজের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল ‘‘সংবাদ প্রভাকর’’, ‘‘তত্ত্ববোধিনী’’ পত্রিকায়। ১৮৬৮ সালে যশোহর থেকে আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় মালিকানায় পরিচালিত প্রথম ইংরেজি পত্রিকা ‘‘অমৃতবাজার পত্রিকা’’। পরে তা কলকাতায় বাগবাজারে স্থানান্তরিত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। প্রধান সম্পাদক ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ। নীলকর অত্যাচারের বিপক্ষে দাঁড়ানোর জন্যই এই পত্রিকার জন্ম। ১৮৭৮ সালে লর্ড লিটন সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন বা ‘ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট’কে তাই আরও কঠোরভাবে চালু করেন। ১৮৯০-এর দশক থেকেই বাংলায় বহু সংবাদপত্র রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছিল। গড়ে তুলেছিল সুসংহত মতবাদ। ১৯০৫ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার। বেশির ভাগ পত্রিকাতেই তার ছায়াপাত ঘটেছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও বয়কট আন্দোলনের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল পত্রিকাগুলি। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভাণ্ডার পত্রিকাও সমৃদ্ধ থাকত স্বদেশী ভাবনার কবিতা ও প্রবন্ধে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘‘হিতবাদী’’ (১৮৯১), ১৯০১ সালে প্রকাশিত ‘‘নিউ ইন্ডিয়া’’, ১৯০৪ সালের ‘‘সন্ধ্যা’’ ও ‘‘করলী’’ পত্রিকা, ১৯০৫-এর ‘‘স্বদেশী’’, ১৯০৬-এর ‘‘বন্দেমাতরম’’, ১৯০৭-এর স্বরাজ প্রভৃতি পত্রিকাগুলি স্বদেশী ভাবনার সোচ্চার প্রবক্তা হয়ে উঠেছিল। ‘‘ভারতী’’, নব পর্যায়ের বঙ্গ দর্শন, ‘‘প্রবাসী’’ পত্রিকা উদ্দীপ্ত করেছিল স্বদেশী চেতনাকে। উনিশ শতকের শেষের দিকে ‘‘আর্যদর্শন’’ পত্রিকা বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতালির মুক্তি সংগ্রামের ওপর দীর্ঘ বক্তৃতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ‘‘আর্যদর্শন’’ পত্রিকা বিপ্লবীদের সব সময়ের সাথী হয়ে উঠেছিল। স্বদেশী পত্রিকার আরও খোঁজ পাওয়া যায় সে যুগের মফস্বল শহরগুলিতে। মেদিনীপুর শহর থেকে প্রকাশিত ‘‘তমালিকা’’ পত্রিকা, যশোহর থেকে ‘‘কল্যাণী’’, মৈমনসিংহথেকে চারুমিহির, বরিশালের ‘‘হিতৈষী’’ প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত স্বদেশী আন্দোলনের খবর পাওয়া যেত। ১৯০৫ সালে কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত ‘‘সঞ্জীবনী’’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান ‘‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’’। বিপ্লবী বারীন্দ্র ঘোষ এবং অরবিন্দ ঘোষের উদ্যোগে ১৯০৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় বিপ্লবীদের মুখপত্র ‘‘যুগান্তর’’ পত্রিকা।

১৯২০-র দশকে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল প্লাবনের মতো। পৃথিবীর সব ইতিহাসে এই রকম প্লাবনের জোয়ারে মাথা তোলে মহত্তর সৃষ্টির আবাদভূমি। সেই ভূমিতেই কবি নজরুলের হাতে জন্ম নিয়েছিল সাপ্তাহিক পত্র ‘‘ধূমকেতু’’। বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ধূমকেতুর সারথি হয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বিদ্রোহী সত্ত্বা নিয়ে। আগুন ঝরা ভাষায় পরাধীনতার বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন নজরুল। ধূমকেতুর প্রথম সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন, দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু সমস্যা, ভণ্ডামি, মেকি, তা সব দূর করতে ধূমকেতু হবে আগুনের সম্মার্জনী। সংবাদপত্রকে গান্ধিজি বলতেন, দেশবাসীর অতন্দ্র অভিভাবক। তাঁর মতে, দেশ চেতনা গড়ে তুলতে এত বড় মাধ্যম আর হয় না। জনমত গঠন করতে গান্ধিজি সংবাদপত্রকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি নিজেই সম্পাদনা করেছিলেন ‘‘হরিজন’’, ‘‘ইয়ং ইন্ডিয়া’’ ও ‘‘ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন’’ পত্রিকা। ব্রিটিশ-বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র সংবাদপত্রকে হাতিয়ার করেছিলেন। তাঁর ‘‘ফরওয়ার্ডব্লক’’ পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় থাকত স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। ১৯২১ সালে কলকাতার আপার সার্কুলার রোড থেকে মাওলানা আকরাম খাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত ‘‘মোহম্মদী’’ পত্রিকা। সাপ্তাহিক এই পত্রিকা গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। সেই সময় তাঁর সম্পাদিত ‘‘সেবক’’ পত্রিকাটিও সাহসী ভূমিকা পালন করে। রাজরোষে দুটি সংবাদপত্রই বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য মাওলানা আকরম এক বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২১ সালে ফজলুল হকের পরিকল্পিত এবং কাজী নজরুল ও মুজাফর আহমেদ সম্পাদিত ‘‘নবযুগ’’ পত্রিকা মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে আমাদের দেশে বামপন্থী আন্দোলন ও শ্রমিক সংগঠনের জন্ম হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কম্যুনিস্ট চিন্তার বাহন হয়ে উঠেছিল পত্রিকাগুলি। ১৯২৩ সালে মুরলীধর বসু সম্পাদিত ‘‘সংহতি’’, ১৯২৫ সালে প্রকাশিত ‘‘লাঙ্গল’’, ‘‘গণবাণী’’ ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠস্বর। ‘‘হামদর্দ’’ ও ‘‘কমরেড’’ পত্রিকায় ছাপা হত ইতিহাসের বিদ্রোহী যোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিপু সুলতান, মজনু শাহ, মীরকাশিম, তীতুমীর প্রমুখ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির যথার্থ মূল্যায়ন করতে চেয়েছিল এইসব পত্রিকা।

আর্থ সামাজিক পরিবর্তনে, এক একটা সামাজিক পালা বদলে ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকে সংবাদপত্রের। নতুন গণচেতনার ভিত্তিভূমি রচনা করে সংবাদপত্র। আমাদের দেশে ১৮ শতক থেকে ‘৪৭-এর স্বাধীনতা পর্যন্ত দু’শো বছরের সংগ্রামের ইতিহাস হয়ে আছে এই সময়কার বহু সাময়িকী। শুধু জাতীয়তাবাদের চর্চা নয়, মনীষদের লেখাতেও সমৃদ্ধ হয়েছে সাময়িকীর পাতা। সংবাদ হল গণদর্পণ। সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠা এই সব সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানুষের অধিকার, দাবি ও সংহত মতবাদ। ব্রিটিশ ভারতে জাতীয় নেতারা যখন কারা প্রাচীরের অন্তরালে, তখন সংবাদপত্রের মধ্যেই ছিল তাঁদের উপস্থিতি। সংবাদের পাতাই তখন বাণীবাহকের কাজ করেছে। পরাধীনতার অন্ধকারে প্রতিবাদী সংবাদপত্রগুলি ছিল স্বাধীনতার আশা জাগানো আলোকশিখার মতো। **(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

১২৮তম নেতাজী জন্মজয়ন্তীতে আগরতলায় র‍্যালির খন্ডচিত্র

২০২৫ — এর প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করতে ৮০০ জন বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এমএনআরই

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫ ২৬ জানুয়ারি নতুন দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৮০০ জন বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক(এম এন আর ই)। এই উদ্যোগে ব্যক্তিবর্গ ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের প্রথম সারির প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাফল্যকে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। সেইসঙ্গে, ভারতের সুস্থায়ী শক্তি রূপান্তরের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানকেও তুলে ধরা হবে।

আমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন --- প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর যোজনায় সুবিধাভোগীরা সহ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সঙ্গে জড়িত কর্মী এবং পিএম কুসুম প্রকল্পে জড়িতরা। দেশ জুড়ে পরিচ্ছন্ন জ্বালানীর প্রসারে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ঘটাতে মন্ত্রকের চলতি প্রয়াসকে তাঁদের সাফল্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হবে।

বিশেষ অতিথিরা কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী, সচিব শ্রীমতী নিধি খারে এবং এমএনআরই-র পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাবেন। এমএনআরই তাঁদের পিএম সংগ্রহালয় এবং জাতীয় যুদ্ধ স্মারক ঘুরে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে। এমএনআরই-র পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উদ্যোগের ক্ষেত্রে প্রতিটি আমন্ত্রিত অতিথিই সুস্থায়ী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের গল্পকে তুলে ধরেন। তাঁদের এই সফর স্মরণীয় ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে মন্ত্রক থাকা-খাওয়া ও সহায়ক নানা ব্যবস্থা নিয়েছে।

এই ব্যক্তিবর্গকে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে আমন্ত্রণ জানানোর মধ্য দিয়ে এমএনআরই আরও সবুজ ও সুস্থায়ী ভবিষ্যতের ভারতের যাত্রাপথে সংঘবদ্ধভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাফল্যকে তুলে ধরতে চায়।

মহাকুম্ভ ২০২৫: কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এলাহাবাদ সংগ্রহশালায় "ভাগবত" প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন

নয়াদিল্লি ২৩ জানুয়ারী ২০২৫ কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বুধবার এলাহাবাদ জাদুঘরে ক্ষুদ্র চিত্রকর্মের উপর ভিত্তি করে ''ভাগবত 'প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন। এ উপলক্ষ্যে তিনি বলেন, প্রত্যেকেই মহাকুম্ভের পবিত্র অনুষ্ঠানকে আরও জাঁকজমকপূর্ণ ও অনন্য করে তোলার চেষ্টা করছেন। প্রয়াগরাজের এই ঐতিহাসিক জাদুঘর দ্বারা পরিচালিত ''ভাগবত 'প্রদর্শনীটি এই বিশেষ অনুষ্ঠানকে অনন্য মাত্রায় নিয়ে যাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এই ঐতিহাসিক মহাকুম্ভ সুমহান হয়ে উঠেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন সংগ্রহশালা চত্বরে শহীদ চন্দ্র শেখর আজাদের মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। পরে, ''ভাগবত 'প্রদর্শনী পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করেন তিনি। এই অসাধারণ ব্যবস্থাপনার জন্য সংগ্রহশালার দলকে অভিনন্দন জানান এবং বলেন যে এই ক্ষুদ্র চিত্রগুলি বিশ্ব, মরণোত্তর জীবন, সমাজ, শিল্প এবং সংস্কৃতিকে একত্রে উপস্থাপন করে।

শ্রী শেখাওয়াত আরও বলেন, প্রত্যেকেই মহাকুম্ভের মতো ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানকে আরও উজ্জ্বল ও অনন্য করে তোলার চেষ্টা করছেন। প্রয়াগরাজের এই ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা দ্বারা পরিচালিত ''ভাগবত প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান উপস্থাপনার প্রচেষ্টা অবশ্যই অর্থপূর্ণ। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে মহাকুম্ভ-এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এবং ভগবান রাম সম্পর্কিত কাহিনী প্রদর্শিত হয়েছে ঊ এই প্রদর্শনী আমাদের দেশে বর্তমান শিল্পের গভীরতাকে বোঝার সুযোগ করে দেয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, কুম্ভ ভারতের বিশাল রূপের এক ঝলক। এটি সমস্ত ধর্মীয় বিশ্বাস, উপাসনা, বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক মতাদর্শের মানুষকে এক জায়গায় মিলিত করেছে। যাঁরা স্বাধীনতা-পূর্বের বিভিন্ন শাসনের অধীনে ভারতকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করার কথা বলেন, তাঁদের কাছে কুম্ভ ভারতের ঐক্যের চিরন্তন প্রমাণ। মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, মহাকুম্ভ চলাকালীন কলা গ্রামে 'শাশ্বত কুম্ভ 'শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় , সেখানেও তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে কুম্ভ দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কাজ করেছে। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রদর্শনীর ক্যাটালগও প্রকাশ করেন। এরপর তিনি আজাদ পথ, ভাস্কর্য আর্ট গ্যালারি এবং টেরাকোটা আর্ট গ্যালারি পরিদর্শন করেন। সংগ্রহশালার অধিকর্তা রাজেশ প্রসাদ এর সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সংগ্রহের গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সংগ্রহশালার প্রকাশনা, ত্রৈমাসিক পত্রিকা ''বিবিধ 'এবং সংগ্রহশালায় প্রবেশের জন্য একটি বিশেষ মহাকুম্ভ টিকিটও প্রকাশ করেন।

রেকর্ডের পথে মহাকুম্ভ, প্রথম ১১ দিনেই পুণ্যস্নান বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর

প্রয়াগরাজ, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন রেকর্ড স্পর্শ করতে চলেছে মহাকুম্ভ মেলা। তথ্য বলছে, শুধুমাত্র প্রথম ১১ দিনেই পুণ্যস্নান সেরেছেন বিপুল পুণ্যার্থী।

মেলার দায়িত্বে থাকা প্রশাসনিক কর্তাদের অনেকেই মনে করছেন এই প্রবণতা বজায় থাকলে মেলা শেষ হতে হতে আগত পুণ্যার্থীর সংখ্যা ৮৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। একটি তথ্য বলছে, শুধুমাত্র মঙ্গলবার সারাদিনে প্রায় ১৭ লাখ পুণ্যার্থী স্নান করেছেন। এখনও বেশ কয়েকটি শাহি স্নান বাকি। সেই সমস্ত দিনে পুণ্যার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৪৪ বছর বাদে হচ্ছে মহাকুম্ভ মেলা। স্বভাবতই মেলা ঘিরে উৎসাহিত বিভিন্ন মহল।

মেলার শুরু থেকেই সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্টরা আসতে শুরু করেছেন। ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানও সারছেন নিয়ম করে। দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও মেলায় এসেছিলেন দিন কয়েক আগে। সেই তালিকার নবতম সংযোজন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মেলার বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব সামালাচ্ছেন যোগী মন্ত্রিসভার সদস্যরা।

আরও দুই ভিভিআইপিও মেলায় আসছেন বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি, চতুর্থ শাহী স্নানের ঠিক তিনদিন পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাকুম্ভ মেলায় যেতে পারেন । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতশাহও মহাসঙ্গমে ''পুণ্য ডুব' দিতে যাচ্ছেন। তবে তিনি তৃতীয় শাহী স্নানের আগেই যোগীরাজ্যে পৌঁছে যাবেন । তাঁর ''পুণ্য'' ডুব দেওয়ার কথা ২৯ জানুয়ারি ।

''হল অব ফেমে' মাইকেল ক্লার্ক

সিডনি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের 'হল অব ফেম' সমৃদ্ধ হলো ক্লার্ককে পেয়ে। তার নান্দনিক ব্যাটিং, দুর্দান্ত সব ইনিংস, হাজার হাজার রান, স্মরণীয় সব সেঞ্চুরি, গুরুত্বপূর্ণ উইকেট আর সাহসী ও আগ্রাসী নেতৃত্ব এর জন্য মাইকেল ক্লার্ক এই জায়গায় স্থান করে নিলেন।''হল অব ফেমে' জায়গা পাওয়া ৬৪তম ক্রিকেটার হলেন ক্লার্ক।

১১৫ টেস্ট খেলে ৪৯.১০ গড়ে ৮৬৪৩ রান করেছেন তিনি, সেঞ্চুরি ২৮টি। তার চেয়ে বেশি রান ও সেঞ্চুরি আছে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ইতিহাসে স্রেফ পাঁচজনের ।ষষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান হিসেবে ট্রিপল সেঞ্চুরি করেন তিনি ২০১২ সালে ভারতের বিপক্ষে সিডনিতে খেলেন ৩২৯ রানের ইনিংস। ওই সিরিজে আরেকটি ডাবল সেঞ্চুরি-সহ ওই বছরে তিনি মোট চারবার দুশো ছোঁয়া পেয়েছিলেন। এক পঞ্জিকাবর্ষে চারটি দ্বিশতকের তার একমাত্র কীর্তি সেটি এখনও রয়েছে অক্ষত।

আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা ব্যাটসম্যানও হয়েছিলেন তিনি। ২০১১ সালে ক্লার্ককে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর নেতৃত্বে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়া। ২০১৩-১৪ অ্যাশেজে তার নেতৃত্বেই ইংল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করে অস্ট্রেলিয়া।

টেস্টের মতো ওয়ানডেতেও তিনি সফল। ২৪৫ ওয়ানডে খেলে ৪৪.৫৮ গড়ে প্রায় ৮ হাজার রান করেন। রয়েছে ৮ সেঞ্চুরি ও ৫৮ হাফ সেঞ্চুরি। ২০১৫ সালে তার নেতৃত্বে বিশ্বকাপ জয় করে অস্ট্রেলিয়া ।ডানহাতি ব্যাটসম্যান হলেও বোলিং করতেন বাঁহাতে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার ৯৪টি উইকেট রয়েছে।

ফিল্ডার হিসেবে তিনি ছিলেন বিশ্বসেরাদের একজন। তিন সংস্করণ মিলিয়ে তিনি ক্যাচ নিয়েছেন ২৫৩টি।

গরুর গুঁতোয় মৃত্যু বৃদ্ধর

কান্দি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): বাড়ির গরুর গুঁতোতে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে কান্দি থানার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রামে।

জানা গেছে, মৃতের নাম মুক্তি পদ ঘোষ (৬৯)। এদিন তিনি বাড়িতেই দুধ দোয়াতে গেলে তাঁকে গরু গুঁতিয়ে দেয়। আহত অবস্থায় তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানান।

পাঞ্জিপাড়া শ্যুটআউট কাণ্ডে গ্রেফতার দুষ্কৃতী

গোয়ালপোখর, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): পাঞ্জিপাড়া শ্যুটআউট কাণ্ডে পুলিশের জালে এক দুষ্কৃতী। জানা গেছে, গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া শ্যুটআউট কাণ্ডে এবার পুলিশ গ্রেফতার করলো এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে ডালখোলা থানার পাতনোর এলাকায় ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ফ্লাইওভার ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে পুলিশ ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে। ধৃতের নাম হইবুর রহমান বলে জানা যাচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে ৩০০ মিটার গভীর খাদে গাড়ি , মৃত এক

রুদ্রপ্রয়াগ, ২৩ জানুয়ারি (হি.স) : রুদ্রপ্রয়াগ জেলার ভাটওয়াড়ীসৈণ-তিলওয়াড়া সড়কে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার ।বুধবার রাতে নিয়ন্ত্রণহীন হারিয়ে প্রায় ৩০০ মিটার গভীর খাদে একটি গাড়ি পড়ে যায়। এক আধিকারিক জানান, গাড়িটি রুদ্রপ্রয়াগ থেকে অগস্ত্যমুনি যাচ্ছিল। ভাটওয়াড়ীসৈণ-তিলওয়াড়া সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। তাতেই মৃত্যু হয় মহিলার।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দুর্ঘটনার পরই উদ্ধারকাজ শুরু হয় ।আহত মহিলাকে খাদ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নেতাজি ভবনে সুভাষ-প্রেমীদের ভিড়, সেলফি তোলার হিড়িক

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি. স.) : দেশনায়ক নেতাজির বাসভবনে বৃহস্পতিবার উপচে পড়া ভিড়। তাদের মধ্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এর পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল নজরে পড়ার মতো। সপরিবারেও অনেকেই পৌঁছেছিলেন এদিন। বেলা গড়াতেই ভিড় বাড়ে। সেখানে সেলফি তোলার হিড়িক দেখা যায়। এদিন এখানে নিরাপত্তা ছিল জোরদার।

স্বামীর মৃত্যুর পরে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ, থানায় গৃহবধূ

ময়নাগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): স্বামীর মৃত্যুর পরে শ্বশুরবাড়িতে ঠাঁই হল না স্ত্রীর। অভিযোগ এমনটাই। ময়নাগুড়ির হাসপাতালপাড়া এলাকার ঘটনা। বৃহস্পতিবার জানা গেছে, ননদদের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই গৃহবধূ ।তাঁর অভিযোগ, স্বামীর বাড়িতে তাঁকে এবং তাঁর নাবালক ছেলেকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ঘর তালাবন্ধ করে রেখেছেন তাঁর ননদরা। অপরদিকে এই বিষয়ে ননদদের বক্তব্য, ওই গৃহবধূ স্বামীর সঙ্গে সংসার না করে বাপেরবাড়িতে ছিলেন। এখন স্বামীর মৃত্যুর পরই বাড়িতে ঢুকতে চাইছেন।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া এবং দশদা ব্লক সফর করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডা: রাজভূষন চৌধুরী;

ডা: রাজভূষন চৌধুরী জল জীবন মিশন প্রকল্পর রূপায়ণের কাজ পর্যালোচনা করেন

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারী ২০২৫ রাজ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পর রূপায়ণের কাজ প্রত্যক্ষ করতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া এবং দশদা ব্লক সফর করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডা: রাজভূষন চৌধুরী। দুদিনের রাজ্য সফরকালে তিনি রাজ্য সরকারের আধিকারিক, বিশেষত জেলা ও ব্লক স্তরের আধিকারিকদের সাথে প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন। গতকাল তিনি এস্পিরেশনাল ব্লক দামছড়া ব্লকের কনফারেন্স হলে এক পর্যালোচনা বৈঠক করার পাশাপাশি হালামপাড়া নতুন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ডা: রাজভূষন চৌধুরী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জল জীবন মিশন প্রকল্পর সুবিধাপ্রাপ্তদের সাথেও মত বিনিময় করেন। দুইদিনের উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফরে এসে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

এই পরিদর্নকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সবার উদ্দেশে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দিশা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত করে কেন্দ্রীয় সরকার বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। আর এজন্য দেশের সমস্ত রাজ্য ও প্রান্তকে সমান উন্নয়নের পথে পরিচালিত করা জরুংরি। এই দিশতেই পশ্চাদপদ জেলা ও ব্লকগুলোকে চিহ্নিত করে এস্পিরেশনাল অর্থাৎ উন্নয়ন আকাঙ্খামুখী জেলা ও ব্লক এর ধারণা প্রবর্তন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এইরকম জেলা ও ব্লকগুলোতে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ উচ্চগতিতে ও সঠিকভাবে নির্বাহ করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি এসমস্ত কাজের ওপর ধারাবাহিকভাবে নজর রাখা হচ্ছে। একই উদ্দেশে, এইসমস্ত জেলা ও ব্লকগুলোতে প্রকল্প বাস্তবায়নের দিশা পর্যালোচনা করতে প্রতিমাসেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সফর করছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা: রাজভূষন চৌধুরী তাঁর সফরকালে আজ দশদা ব্লক সফরে গিয়ে আশাপাড়া স্থায়ী রিয়াং উদ্বাস্তুদের গ্রামে দশদা ডি.ডাব্লিউ.এস দপ্তরের নবনির্মিত পানীয় জলের উৎসের সূচনা করেন। দুইদিনের উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফরে এসে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি। এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর সফরকালে সঙ্গে ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, পানিসাগর কেন্দ্রের বিধায়ক বিনয়ভূষন দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

বিশ্বের প্রথম বিলিয়ন ইউরো ফুটবল ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): ফুটবল মাঠে অসংখ্য রেকর্ড ও ট্রফি জয় করা ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ এবার এক অনন্য নজির গড়ল অর্থের খেলায়। এবার এই ক্লাব বিশ্বের প্রথম বিলিয়ন ইউরো ফুটবল ক্লাব হল।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক আর্থিক সংস্থা ডিলয়েটের 'ফুটবল মানি লিগ'-এ ম্যানচেস্টার সিটিকে সরিয়ে আবার শীর্ষে উঠে এসে রিয়াল মাদ্রিদ গড়েছে নতুন এক মাইলফলক। ২০২৩-২৪ মরসুমে স্প্যানিশ ক্লাবটির আয় ১০৪ কোটি ইউরো। আগের মরশুমে (২০২২-২৩) রিয়ালের আয় ছিল ৮৩ কোটি ১০ লাখ ইউরো।

এই প্রথম কোনও ফুটবল ক্লাব এক মরসুমে এক বিলিয়ন ইউরো আয় করতে পারল।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ওষুধের থেকেও দেবে বেশি উপকার : যোগা

আর্থাইটিসের সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। বয়স ৩০ ছুঁতেই এখন অনেকের শরীরে আর্থাইটিসের লক্ষণ দেখা যায়। আসলে যে কোনও বয়সে আর্থাইটিস দেখা দিতে পারে। এর জন্য ব্যথার ওষুধ থাকলেও অনেক সময় তাতেও আরাম পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্যথার অন্যতম কারণ হল ফিট না থাকা। ফলে নিয়মিত ব্যায়াম করলে এই ব্যথা এড়ানো যায়। এমনকি নিয়মিত ব্যায়াম করলে দীর্ঘদিনের ব্যথা কমেও যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যায়াম শুধু গাঁটের ব্যথা কমায় না, পেটের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে। কোনও রোগ না থাকলেও অনেকে হজমের গন্ডগোলে ভোগেন। ব্যায়ামের ফলে সেই সমস্যা থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়। ক্রনিক রোগ কিছু নির্দিষ্ট অভ্যাসের কারণে হয়। যোগ ব্যায়াম করলে সেই ক্রনিক রোগও সহজে কাবু করতে পারে না। এক্ষেত্রে মাত্র কয়েকটি যোগাই দেবে আরাম। দেখে নিন আর্থাইটিসের ব্যথা কমাতে নিয়মিত কোন যোগাসনগুলি করবেন।

ত্রিকোণাসন -ঃ ত্রিকোণাসন যোগা করার জন্য প্রথমে দু'টি পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। হাত দু'টি দু'পাশে লম্বা করে দিন। এ বার বাঁ পাশে শরীরকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলকে স্পর্শ করুন। ডান হাতটি উপরের দিকে একেবারে সোজা করে রাখতে হবে। হাঁটু দু'টি ভাঙা চলবে না। এ ভাবে দশ অবধি গুনুন। এ বার দু'টি হাত না ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একই ভাবে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। ৩ বার এই আসনটি করুন।

ট্রায়াঙ্গল পোজ -ঃ ট্রায়াঙ্গল পোজ আর্থাইটিসের ব্যথা কমায়। এই ব্যায়ামের দুপা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে এক পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করতে হয়। এই সময় অন্য হাতটি সোজা উপরের দিকে তাক করা থাকে। ট্রায়াঙ্গল পোজ কোমর ও নিতম্ব অংশের ব্যথা সারাতে সাহায্য করে। এছাড়া মেরুদন্ডও মজবুত করে।

পশ্চিমমোত্তানাসন যোগা

পশ্চিমমোত্তানাসন যোগা করতে সবার প্রথমে চিৎ হয়ে শুয়ে দু'হাত মাথার দু'পাশে উপরের দিকে রাখুন। পা দু'টি এক সঙ্গে জোড়া রাখুন। এ বার আস্তে আস্তে উঠে বসে সামনে ঝুঁকে দু'হাত দিয়ে দুই পায়ের বুড়ো আঙুল স্পর্শ করুন। কপাল দু'পায়ে ঠেকান। হাঁটু ভাঁজ না করে পেট ও বুক উরুতে ঠেকান। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থাকার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন।

ওয়ারিয়র টু পোজ ঃ- এই পোজে এক পা সামনে একটি পদক্ষেপের মতো এগিয়ে দিতে হয়। পিছনের পা যতটা সম্ভব পিছনে রেখে এক হাত সামনের দিকে ও আরেক হাত পিছনের দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে। এই ব্যায়াম পেটের অঙ্গগুলোকে ভালো রাখে। পাশাপাশি শরীরের ভারসাম্যও সুষ্ঠু রাখে।

শলভাসন ঃ- শলভাসন করার জন্য উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার আপনার থুতনি মাটিতে স্পর্শ করান। পা দু'টি টানটান করে গোড়ালি দু'টিকে স্পর্শ করান। হাতের পাতা উল্টো করে উরুর নীচে রাখুন। এ বার প্রথমে বাঁ পা সোজা করে সামান্য উপরের দিকে তুলে ৫ অবধি গুনুন এবং নামিয়ে নিন। একই ভাবে ডান পা-টি উপরের দিকে তুলে নামিয়ে আনুন। এ বার দু'টি পা একসঙ্গে উপরের দিকে তুলুন। দশ অবধি গুনে পা দু'টি নীচে নামিয়ে আনুন। পর পর ৩ বার আসনটি করুন। স্নায়ু এবং মাংসপেশিকে সচল রাখতে সাহায্য করে এই আসন।

ব্রিজ পোজ ঃ- ব্রিজ পোজে মাটিতে শুয়ে পা ভাঁজ করে পেটের অংশ উপরের দিকে ওঠাতে হয়। এই অবস্থায় দুই হাত দিয়ে দুই পায়ের পাতা ধরার চেষ্টা করতে হবে। এই পোজে ঘাড়, গলা, হাঁটু ও বুকের পেশি শক্ত হয়। পাশাপাশি এই অঙ্গগুলোর ব্যথাও কমে।

প্রসঙ্গত,যে কোনও বয়সে আর্থাইটিস দেখা দিতে পারে। আর্থাইটিসের ব্যথা কমানোর জন্য ওষুধ তো রয়েছেই। তবে নিয়মমাফিক জীবনযাপন করাটাও অত্যন্ত জরুরি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, আর্থাইটিসের লক্ষণ দেখা দিলেই খাওয়াদাওয়ায় আনতে হবে বদল। বাইরের তেল-মশলাদার খাবার একেবারেই খাওয়া বন্ধ করতে হবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাও সমান জরুরি। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, আর্থাইটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ম করে শরীরচর্চা করা খুব দরকার।

নিয়মিত ধ্যান করে কমান স্ট্রেস, বাড়ান মনোযোগ

জীবন যাত্রার নানান সময়ে নানান কারণে আমাদের মন, মস্তিষ্ক অশান্ত হয়ে ওঠে। মন শান্ত না থাকলে কোনও কাজই ঠিকভাবে করা যায় না। কোনও কাজে মনোযোগ দেওয়া যায় না। আর এই সমস্যা কোনও ওষুধ নয় ঠিক করতে পারে এক অভ্যাস, মেডিটেশন! মেডিটেশন বা ধ্যান হলো আত্মনিমগ্ন হওয়ার প্রক্রিয়া। মেডিটেশন হচ্ছে একটি উপায় বা পথ। স্বাস্থ্যবিদ থেকে শুরু করে মনোবিদরা নিয়মিত কিছু সময়ের জন্য ধ্যান মুদ্রা বা ধ্যানমূলক আসন অভ্যাস করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই পরামর্শ ছোট্ট শিশু থেকে শুরু করে পড়ুয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সকলকেই দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। এমনকি ধ্যান বা মেডিটেশনের উপকারিতা সম্পর্কে সকলকে অবগত করতে প্রতি বছর ২১শে মে পালন করা হয় বিশ্ব ধ্যান দিবস বা ওয়ার্ল মেডিটেশন ডে। মেডিটেশন কী এবং মেডিটেশনের উপকারিতা গবেষণায় দেখা গেছে, একজন মানুষ গড়ে প্রতিদিন ৭০,০০০ ভাবনার মুখোমুখি হয়। আপনি যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৭ ঘণ্টা সময় ঘুমান তাহলে বাকি থাকে ১৭ ঘণ্টা ব্যাপ্তিতে আপনি কম-বেশি ৭০ হাজার ভাবনা ভাবছেন। আবার ৭ ঘণ্টা সময় যে ঘুমাচ্ছেন, সেখানেও কিছু ভাবনা আপনার ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হিসেবে দেখা দিচ্ছে বা প্রকাশ পাচ্ছে। একটার পর একটা চিন্তার স্রোতে প্রতেক্যেই অবিরাম ভেসে চলেছেন। এই চিন্তার পরিমাণ বাড়তে বাড়তে আমরা যেন চিন্তাকে নয়, চিন্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই। আর তখনই ঘটে সমস্যা। মানসিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণবিহীন চিন্তা প্রভাব ফেলে আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপরও। তবে এই সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে মেডিটেশন বা ধ্যান। প্রতিদিন মেডিটেশন বা ধ্যান করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ করে মনকে শান্ত বা স্থির করার জন্য নিয়মিত

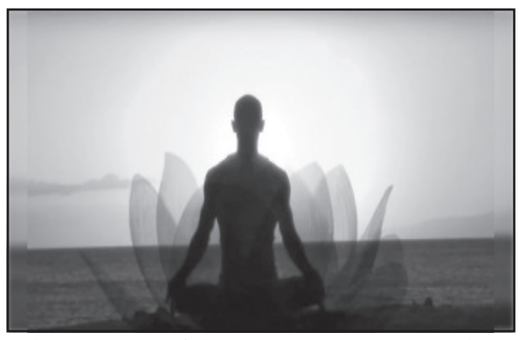

মেডিটেশন করা উচিত। চাকুরীজীবি হোক কিংবা পড়ুয়া, সকলেই বেশ উপকৃত হন। চাকুরীজীবি ও শিক্ষার্থীদের জন্য ধ্যানের উপকারিতা (অসীম। মানসিক চাপ থেকে বাড়ে স্ট্রেস এবং অ্যাংজাইটি। এই জাতীয় সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে মেডিটেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়মিত মেডিটেশন বা ধ্যান করলে যে উপকারিতাগুলো পাওয়া যায়- মানসিক অবসাদ বা চাপের পাশাপাশি অ্যাংজাইটি বা উৎকণ্ঠা বোধ দূর করে মেডিটেশন। অনেকেই রয়েছেন সামান্য ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে যান। মেডিটেশন বা ধ্যান নিয়মিত ভাবে অভ্যাসের মাধ্যমে এই উৎকণ্ঠা কমানো সম্ভব। মনঃ সংযোগ বাড়াতে চাইলে ধ্যানের অভ্যাস খুব উপকারী। যে কোনও কাজে মনঃসংযোগ প্রয়োজন। অনেক সময়ই চিন্তার কারণে গভীর মনসংযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না, এক্ষেত্রে উপকার করে ধ্যান। মন শান্ত, ধীর স্থির হয় বা মনঃ সংযোগ ছাড়াও মানসিক অবসাদ দূর করতেও মেডিটেশন বা ধ্যানের গুরুত্ব অসীম। সকালবেলা কিছুক্ষণ মেডিটেশন করতে পারলে সারাদিন রিফ্রেশ লাগবে। আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত থাকলে অনেকক্ষেত্রেই চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে মেডিটেশন করলে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও লাভ করা যায়। অনেকের স্বভাব থাকবে সবকিছু ভুলে যাওয়ার। এই অভ্যাস মারাত্মক আকার নিতে পারে। এই অমনযোগ দূর করতেও মেডিটেশন বা ধ্যান খুব ভাল ভাবে কাজ করে। অনিদ্রার সমস্যা থাকলে সেটাও কমাবে মেডিটেশনের অভ্যাস। মেডিটেশন করলে শরীর শান্ত হয়, শিথিল হয়। তার ফলে ভাল ঘুম হয়। শরীরের ক্লান্তি দূর হয় এবং বিশ্রাম পাওয়া যায়।

ধ্যানমূলক আসন ঃ- মেডিটেশনে মানসিক উপকারিতা এবং এর আসনে শারীরিক উপকারিতাও পাওয়া যায়। মন শান্ত, স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে শরীর সুস্থ্য রাখতে হলে প্রতিনিয়ত ধ্যান মুদ্রা বা আসন অভ্যাস করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা। দেখে নেওয়া যাক কী কী আসনে ধ্যান অভ্যাস করবেন-

পদ্মাসন। পদ্মাসন ভঙ্গিতে মেডিটেশন করলে শরীরের ভারসাম্য ঠিক থাকে। এই আসনটি করার জন্য প্রথমে পা সোজা করে বসতে হবে। এরপর বাঁ পা এমনভাবে ভাঁজ করতে হবে যেন বাঁ পা তিরকভাবে ডান উরুতে এবং বাঁ গোড়ালি যতটা সম্ভব নাভির কাছাকাছি থাকে। ডান পায়ের ক্ষেত্রেও একইভাবে উল্টো দিকে ডান গোড়ালিটি নাভির কাছাকাছি রেখে ধ্যান করতে হবে। পদ্মাসনের উপকারিতা আরও মননশীল করে তোলে এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে। পাশাপাশি এটি আপনার শরীরকেও শিথিল করে। পদ্মাসনের উপকারিতা সাধারণ পেশীর টান কমায় এবং মনকে শান্ত করে।

সিদ্ধাসন। সিদ্ধাসন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে। এটি স্নায়ুতে ভারসাম্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এই আসন করতে হলে প্রথমে পা সোজা করে বসতে হবে। তারপর ডান পা বাঁকিয়ে পা মেঝেতে শরীরের খুব কাছাকাছি রাখতে হবে। এবার বাঁ পা বাঁকিয়ে বাঁ পা ডান পায়ের ওপরে রাখতে হবে। পায়ের তলা ডান উরু স্পর্শ করবে। ডান পায়ের আঙুলগুলো উরু এবং বাঁ পায়ের মাঝখানে এবং বাঁ পায়ের আঙুলগুলো উরু এবং ডান পায়ের মাঝখানে টেনে আনতে হবে। যদি শরীর সোজা রাখা কঠিন হয় বা হাঁটু মেঝেতে না ঠেকে তাহলে বসার জন্য কুশন ব্যবহার করতে পারেন।

সুখাসন। সুখাসন করতে হলে দুটি পা ভাঁজ করে একে অপরের ওপর রাখতে হবে। এভাবে বসে মেডিটেশন করা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। কারণ এই ধ্যানমূলক আসন সবচেয়ে বেশি আরামদায়ক। স্বস্তিকাসন। স্বস্তিকাসন অনেকটা সুখাসনের মতোই। ডান পা-টা বাঁ পায়ের ওপর রেখে এবং বাঁ পা ডান পায়ের তলায় রেখে বসতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন দুটো পায়ের পাতা মাটি স্পর্শ করে। এই ধ্যানমূলক আসনও খুব আরামদায়ক। এই ভঙ্গিতে বসে মেডিটেশন করতে পারেন।

বজ্রাসন। বজ্রাসন করতে হলে পা দুটো ভাঁজ করে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে। খেয়াল রাখবেন, যাতে এ রকমভাবে বসার সময় দুই পায়ের বড় আঙুলটি একে অপরকে স্পর্শ করে। গোড়ালিগুলো সামান্য বাইরের দিকে রাখবেন। এবার এই ভঙ্গিতে বসে মেডিটেশন করতে হবে। এই আসন শরীরের হজমশক্তিকে উদ্দীপিত করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, খাবার খাওয়ার পর ৫ থেকে ১০ মিনিটের জন্য বজ্রাসনে বসা শরীরের জন্য উপকারী।

মেডিটেশন করার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। প্রথমে একটানা অনেকক্ষণ ধ্যান করতে পারবেন না। ফলে অল্প অল্প সময় করে অভ্যাস করতে হবে। ধ্যান বা মেডিটেশন করার সময় আপনার আশেপাশের পরিবেশ শান্ত থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনে হাল্কা মিউজিক চালিয়ে নিতে পারেন। অনেকে ধ্যান বা মেডিটেশন করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিয়ে থাকেন।

ক্যাপসাইসিন: মরিচের ঝালে আপনার কি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে ?

মরিচের ঝাল বা অত্যধিক পরিমাণ ক্যাপসাইসিনের উপস্থিতি থাকায় ইউরোপের কিছু দেশে মশলাদার রামেন নুডলস নিষিদ্ধ করার ঘটনাও ঘটে। আসলেই কি মরিচ স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ?

তীব্র বিষক্রিয়ার ঝুঁকি থাকায় গত বছর দক্ষিণ কোরিয়ান ব্র্যান্ড ইনস্ট্যান্ট রামেন নুডলস নিষিদ্ধও করে ডেনমার্কের খাদ্য কর্তৃপক্ষ। যদিও অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে কিছু নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। এমন আরেকটি ঘটনাও সংবাদের শিরোনাম হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক কিশোরী মশলাদার খাবার খাওয়ার চ্যালেঞ্জে অংশ নেয়ার পর অর্ননিহিত স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভোগেন এবং পরে মারাও যান। মশলাদার খাবার নিয়ে উদ্বেগের কারণ হলো ক্যাপসাইসিন। এটি মরিচের একটি সক্রিয় উপাদান, যা খাবারে ঝাল স্বাদ দিয়ে থাকে। কিন্তু খুব বেশি ক্যাপসাইসিন খাওয়ার ফলে সত্যিই কী বিষক্রিয়া হতে পারে?

ক্যাপসাইসিন কী?

ক্যাপসাইসিন হলো মরিচে থাকা একটি মিশ্র পদার্থ যা গরম বা ঝালের অনুভূতি দেয়।ফলে আমরা যখন মরিচ খাই তখন আমাদের ঝাল বা জ্বলন্ত স্বাদ লাগে। এটি কাপসাইসিন ক্যাপসাইসিনয়েড নামক যৌগের একটি অংশ।

যদিও মরিচের মধ্যে প্রায় ২৩টি ভিন্ন ভিন্ন ক্যাপসাইসিনয়েড পাওয়া গেছে, এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো ক্যাপসাইসিন।

যুক্তরাজ্যের ফুড স্ট্যান্ডার্ড এজেন্সি খাদ্য উৎপাদকদের খাবারে খাঁটি ক্যাপসাইসিন যুক্ত করতে অনুমতি দেয় না। কেননা, দেশটির খাদ্য কর্তৃপক্ষ খাঁটি ক্যাপসাইসিনকে অনিরাপদ বলে মনে করে।

কিন্তু মরিচের নিরাসে প্রাকৃতিকভাবে ক্যাপসাইসিন উপস্থিত থাকলে সেটি কতখানি ব্যবহার করা যাবে তা নির্ধারিত করে দেয়নি দেশটির খাদ্য কর্তৃপক্ষ। ক্যাপসাইসিন খেলে কী উপসর্গ দেখা যেতে পারে? উচ্চ মাত্রায় ক্যাপসাইসিন ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ককারী দেশ হিসেবে ডেনমার্কই প্রথম দেশ নয়। এর আগে ফেডারেল ইনস্টিটিউট ফর রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ইন জার্মানি (বিএফআর) মাত্রাতিরিক্ত ক্যাপসাইসিন খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছে। টিআরপিভি নামক একটি পেইন রিসেপ্টর সক্রিয় থাকায় ক্যাপসাইসিনয়েড বেদনাদায়ক অনুভূতি ও তীব্র জ্বালাপোড়া তৈরি করতে পারে।

এছাড়াও কাপসাইসিন গ্রহণের ফলে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ক্যাপসাইসিনয়েড বেশি পরিমাণ খাওয়ার ফলে বুকজ্বালা, বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া এবং পেটে ও বুকে ব্যথা হতে পারে। এটির কারণে অন্য উপসর্গও দেখা যেতে পারে; যেমন ঠাণ্ডা ঘাম, ব্লাড প্রেশার ওঠানামা কিংবা তীব্র মাথা ব্যথা। তবে এটি কী পরিমাণ ব্যবহার করলে এসব উপসর্গ দেখা দিতে পারে সে বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। ফেডারেল ইনস্টিটিউট ফর রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট ইন জার্মানি'র একজন মুখপাত্র বলেছেন, "ক্যাপসাইসিনয়েডের ডোজ কার জন্য কতখানি গ্রহণে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে সেটি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য না থাকায় স্বাস্থ্য বিধিনিষেধসহ ভোক্তাদের জন্য কোনও সুপারিশ করা যায় না।" তবে মানুষের উপর চালানো গবেষণার তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিএফআর বলছে, এটি অনুমান করা যেতে পারে যে শূন্য দশমিক পাঁচ থেকে এক মিলিগ্রাম বা তার

বেশি ক্যাপসাইসিনয়েড গ্রহণের ফলে হালকা অস্বস্তিকর প্রভাব হতে পারে, যেমন জ্বরের অনুভূতি, পেট বা বুক জ্বালা। এটি ১৭০ মিলিগ্রাম পরিমাণ খেলে মানুষের শরীরে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। প্রায় ৬০০ মিলিগ্রাম ক্যাপসাইসিনয়েড খাওয়ার পর রোগীর হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার একটি ঘটনাও বিফআর নথিভুক্ত করেছে। জার্মানির বার্লিনে মরিচ খাওয়ার এক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ২৭ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি চারটি ভুট জোলোকিয়া বা নাগা মরিচ এবং অন্যান্য মশলাদার খাবার খেয়েছিলেন।

ভুট জোলোকিয়া বিশ্বের সবচেয়ে ঝাল মরিচের জাত হিসেবে বিবেচিত। ওই মরিচ খাওয়ার আড়াই ঘণ্টা পরে সেই ব্যক্তি পেটে ব্যথাসহ প্রচণ্ড পেট ফোলা অনুভব করতে শুরু করেন। পরে সন্ধ্যার বার্লিনের হেলিওস হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে।

রিপোর্টে ডাক্তাররা অন্য কোনও সমস্যা খুঁজে পান নি, ফলে শুধু ব্যথার কারণে কিছু ব্যথানাশক ওষুধ দিয়েছিলেন। মরিচ খাওয়ার প্রায় ১২ ঘণ্টা পর লোকটি বমি করলে আস্তে আস্তে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। তবে এ ধরনের উপসর্গ যে শুধুমাত্র ক্যাপসাইসিন খাওয়ার ফলেই হতে পারে তা কিন্তু নয়। অস্ট্রেলিয়ার বন্ড ইউনিভার্সিটির ওষুধ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ক্রিশ্চিয়ান মোরো বলেছেন, "ক্যাপসাইসিন খুব অল্প সময়ের জন্য জ্বালাপোড়া তৈরি, অস্বস্তি ও ব্যথার কারণ হতে পারে।" "যদি এটি কারও চোখে পড়ে, তখন সত্যিই তীব্র জ্বালাপোড়া হতে পারে এবং দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিতে পারে। আবার শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে দীর্ঘক্ষণ কাশি হতে পারে। এটি হাঁপানির মতো অসুস্থতাকেও বাড়িয়ে তুলতে পারে।" অধ্যাপক মোরো এটাও বলেছেন, "ক্যাপসাইসিন খাওয়ার ফলে যে লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে তা নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।"

"ক্যাপসাইসিন আমাদের স্নায়ুকে সক্রিয় করে এবং সাময়িক জ্বালাপোড়া তৈরি করতে পারে, এটি কেবল একটি সংবেদন তৈরি করে, এটি আমাদের তেমন কোন ক্ষতি করে না", বলছিলেন তিনি। বিবিসি বাংলার আরও খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল অনুসরণ করুন

কোন উপসর্গ কতটা ক্ষতিকর?

বিএফআর বলছে, অতিমাত্রায় ক্যাপসাইসিন শিশুদের জন্য তীব্র বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে। তবে কী পরিমাণ খাওয়ার ফলে এটি হতে পারে সেটি নিয়ে নির্দিষ্ট তথ্য নেই। তবে এটি অনুমান করে বলা যায় যে মানুষের মধ্যে ক্যাপসাইসিনের প্রাণঘাতী ডোজ প্রতি কেজি শরীরের ওজনের জন্য ৫০০ থেকে ৫০০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তির ওজন ৭০ কেজি হয় তার জন্য মাত্রা হতে পারে ৩৫ হাজার মিলিগ্রাম। একটি ১০০ গ্রাম ওজনের হালাপেনো মরিচে প্রায় ১৫ মিলিগ্রাম ক্যাপসাইসিন থাকে। একই পরিমাণ স্কচ বনেট মরিচে থাকে প্রায় ২৬০ মিলিগ্রাম। আর ভুট জোলোকিয়ার প্রতি ১০০ গ্রাম তাজা মরিচে থাকে প্রায় ৪০০০ মিলিগ্রাম।

তবে অধ্যাপক মোরো বলছেন, ক্যাপসাইসিনের অতিরিক্ত মাত্রার সুনির্দিষ্ট সীমা বেধে দেয়া নেই। ক্যাপসাইসিনের দুই ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে ১০ বছরের একটি পর্যালোচনায়। ল্যাব পরীক্ষায় দেখা গেছে, ক্যাপসাইসিন ইঁদুরের পাকস্থলী ও লিভারে ক্যান্সারের লক্ষণ তৈরি করেছে। আর মানব শরীরে গ্যাস্ট্রিক 'মাইক্রোব্লিডিং' সৃষ্টি করতে দেখা গেছে। আবার অন্য কোনও কোনও অধ্যয়নে এসব উপসর্গের কোনটিই দেখায়নি। তবে ২০২২ সালের একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার বিশ্লেষণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মশলাদার খাবার ও কাঁচা মরিচ স্বাস্থ্যের উপর ভাল বা খারাপ কোনও প্রভাবই ফেলে না। এসব পর্যালোচনায় যে প্রমাণগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে তা খুব বেশি মান সম্পন্নও নয়।

নিউ মেক্সিকোতে উদ্ভিদ ও পরিবেশ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পল বোসল্যান্ড বলেছেন, আমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে "সুপারহট মরিচ খাইয়ে কি তোমাকে মেরে ফেলব?"। এর হ্যা বা না কোনও উত্তরই নেই। বলেছেন স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং মরিচ গবেষণায় বিশ্বের অন্যতম এই বিশেষজ্ঞ। তিনি বলছিলেন, মরিচ সত্যিই মৃত্যুর কারণ হতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের দেহ সেই পর্যায়ে পৌঁছানোর অনেক আগেই দুর্বল হয়ে পড়ে। অন্যভাবে বললে, প্রাণঘাতী মাত্রায় পৌঁছানোর আগেই আমাদের শরীর ক্যাপসাইসিনযুক্ত খাবারকে বের করে দেবে। "অনেকের খুব ঝাল মরিচ খেয়ে ঘাম, কাঁপুনি, বমি কিংবা প্রাণ যাওয়ার মতো অনুভূতিও তৈরি হতে পারে। তবে এটা বলাই যায় খুব ঝাঁঝালো মরিচও আপনাকে মেরে ফেলবে না", বলেন তিনি।

আমাদের শরীর কি ঝুঁকি প্রতিরোধী? অন্যান্য অনেক খাবার ও পানীয়ের মতোই একজন ব্যক্তির শরীরে ক্যাপসাইসিনের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ক্যাপসাইসিন বিভিন্ন ব্যক্তির উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, বলছে বিএফআর। উদাহরণস্বরূপ, শিশু কিংবা যেসব মানুষ খুব কম মশলাদার খাবার খান, তারা যদি ক্যাপসাইসিন খান তাদের উপর যে ধরনের প্রভাব পড়বে, যারা নিয়মিত এটি খেয়ে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে একই ধরনের প্রভাব পড়বে না। এক গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রম বা আইবিএস (পেটের নানা সমস্যাজনিত ব্যাধি) আছে তাদের জন্য ক্যাপসাইসিন বেশ পীড়াদায়ক। কিন্তু সুস্থ মানুষদের জন্য নয়। গবেষকরা আইবিএস আক্রান্ত ২০ জন এবং আইবিএস ছাড়া ৩৮ জন সুস্থ মানুষের শরীরে এক ধরনের গবেষণা চালান। এসময় তাদেরকে দুই গ্রাম মরিচের একটি ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

এতে দেখা যায়, আইবিএস আক্রান্ত নন এমন ব্যক্তিদের পেটে হালকা অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। কিন্তু যারা আইবিএস আক্রান্ত তাদের পেটে ব্যথা ও জ্বালাপোড়া লক্ষ্য করা গেছে মাত্রাতিরিক্ত। এছাড়াও, রিফ্লাক্স ডিজিজের মতো গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনালের সমস্যা আক্রান্তরা ক্যাপসাইসিনয়েডগ্রহণের ফলে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। বিএফআর বলছে, ক্যাপসাইসিন কার্ডিওভাসকুলার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। বোসল্যান্ড বলেছেন, 'প্রত্যেক মানুষের ক্যাপসাইসিনয়েডের সহনশীলতার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা রয়েছে। একজনের কাছে যা অত্যন্ত ঝাল মনে হতে পারে আরেকজনের কাছে মাঝারি বলে মনে হতে পারে।' "শুধু তাই নয়, আমরা নিয়মিত কিছু মরিচ খেয়ে অভ্যস্ত হতে পারি", তিনি যোগ করেন।

তাইওয়ানের এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত ক্যাপসাইসিন গ্রহণের ফলে বুক জ্বালা অসুখের লক্ষণগুলো কমতে পারে। কারণ তখন এটিতে শরীরও অভ্যস্ত হয়ে যায়। 'একবার আমার কাছে মরিচ নিয়ে কাজ করা দুইজন বিজ্ঞানী এসেছিলেন। তাদের একজন চীন থেকে এবং অন্যজন ভারত থেকে। তারা আমার পরীক্ষাগারে গিয়েছিলেন,' বলছিলেন বোসল্যান্ড। 'আমি তাদের দুপুরের খাবারে নিয়ে গেলাম, এবং যখন আমরা আমাদের এনচিলাডাস খেয়েছিলাম, চীনের বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে তিনি যখন ভারতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে এই খাবারটি চীনের চেয়ে বেশি ঝাল বলে মনে হয়েছিল।' 'ভারতের বিজ্ঞানী বলেছেন, আমি যখন চীনে গিয়েছিলাম তখন আমার একই রকম ঝাল মনে হয়েছে।'

যদিও দুইজন বিজ্ঞানীই মশলাদার খাবারের জন্য পরিচিত দেশগুলি থেকেই এসেছেন। কিন্তু তারা উভয়েই ভেবেছিলেন অন্যদের খাবারে ঝাল বেশি, বলছিলেন বোসল্যান্ড।

স্বাস্থ্য সুবিধাগুলো কী কী?

ইতিহাস বলছে, স্বাস্থ্য প্রতিকারের জন্য মরিচ ব্যবহৃত হয়েছে, এবং আধুনিক ওষুধ তৈরিতেও ক্যাপসাইসিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মরিচের নির্যাস ব্যথা উপশম, মাইগ্রেন, মাথা ব্যথাসহ অনেক রোগের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এমনকি গ্যাস্ট্রিক ও ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যাপসাইসিন ব্যবহারেরও পরামর্শ দিয়ে থাকেন গবেষকরা। তবে ক্যাপসাইসিনের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব আছে। কিন্তু অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে যে নিয়মিত ক্যাপসাইসিন খাওয়ার ফলে কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতাও রয়েছে এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং সুস্বাস্থ্যের উপাদানগুলো থাকার কারণে বলছিলেন অধ্যাপক মোরো। গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ রক্তচাপ, বিপাক তন্ত্রের সমস্যা, স্থূলতাসহ বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি কমাতে ক্যাপসাইসিন খুবই উপকারী। কখনও কখনও গ্যাস্ট্রিক আলসারের লক্ষণের কারণে ক্যাপসাইসিন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়ার প্রমাণও রয়েছে। কারণ এটি গ্যাস্ট্রিক প্রতিরোধ ও নিরাময় করতে সহায়তা করতে পারে। মোরো বলেছেন, "খাবারে লবণের চেয়ে মরিচ খাওয়া ভালো। তাই লবণের চমৎকার একটি বিকল্প হতে পারে মরিচ।" যদিও উচ্চ মাত্রার ক্যাপসাইসিন খেলে কিছু মানুষের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে, তবে এমন কোনও প্রমাণ নেই যে অতিরিক্ত মরিচ বা কাপসাইসিন খাওয়ার ফলে ঝালের অনুভূতি ছাড়া অন্য কোনও কঠিন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

বরং আমাদের খাবারে কিছু ক্যাপসাইসিন থাকলে তা শরীরের জন্য উপকারী বলেই মনে করা হয়। কিন্তু একটি রহস্য থেকেই গেছে: চীন নাকি ভারত? কোন দেশের খাবারে ঝাল বেশি? এর উত্তর, মনে হচ্ছে এ নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক চলবে

আধ্যাত্মিক শক্তিকেন্দ্র : মহাকুম্ভ ২০২৫-এর অগ্রভাগে সমস্ত আখড়া

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি ২০২৫: মহাকুম্ভ মেলায় আখড়াগুলো দীর্ঘদিন ধরে এই অনুষ্ঠানের হৃদয় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। সনাতন ধর্মের বিভিন্ন প্রথা ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী এই আখড়াগুলোর নাম এসেছে 'অখণ্ড' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'অবিভাজ্য'। আদি শঙ্করাচার্যের সময় থেকে (৮ম শতাব্দীতে) শুরু হওয়া এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আধ্যাত্মিক চর্চা ও রীতিনীতির ধারক হয়ে রয়েছে, যা কুম্ভমেলার মূলভিত্তি গড়ে তুলেছে। তাদের স্বতন্ত্র প্রথা এবং অগ্রগামিতা - কাঠামোর মাধ্যমে আখড়াই মহাকুম্ভের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে বিরাজ করে আসছে, এবং তাই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কোটি কোটি ভক্তকে এখানে টেনে আনে।

কুম্ভমেলায় আখড়াগুলো শুধুমাত্র পূজা বা আরাধনার কেন্দ্র হিসেবেই নয়, বরং আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং শারীরিক প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবেও পরিচিত। আখড়া ব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল শাস্ত্রের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রচার এবং যুদ্ধকলার মাধ্যমে শারীরিক প্রতিরক্ষার দ্বৈত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। আজও এই আখড়াগুলো পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে তাদের মূল আদর্শ বজায় রেখেছে। আখড়াগুলোর নেতৃত্বে থাকা মহামণ্ডলেশ্বররা আধ্যাত্মিক ও সাংগঠনিক উভয় দিক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের নেতৃত্বই কুম্ভ মেলার আচার-অনুষ্ঠান এবং শোভাযাত্রাগুলোকে সার্থক করে তোলে।

আখড়ার ১৩ প্রতি শ্রেণীর মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব এবং উদাসীন সম্প্রদায় তাদের গভীর আধ্যাত্মিক গুরুত্বের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আখড়াগুলো কুম্ভমেলার বৈচিত্র্যে বিশেষ অবদান রাখে। প্রত্যেকেই তাদের ভক্তি, উপাসনা এবং জীবনের অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনা করে। শৈব আখড়াগুলোর নেতৃত্বে থাকেন নাগা সন্ন্যাসীরা, যাঁরা মহাদেব শিবের উপাসক এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক ও যুদ্ধকুশলতার জন্য পরিচিত। ঐতিহ্যবাহী অস্ত্র যেমন বর্শা ও তরোয়াল বহন করা এই নাগা সন্ন্যাসীরা কুম্ভমেলার শোভাযাত্রা এবং আচার-অনুষ্ঠানে, বিশেষত শাহী স্নানের সময়, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শৈব আখড়ার নাগা সন্ন্যাসীরা, বিশেষত জুনা আখড়ার সন্ন্যাসীরা, কুম্ভমেলার অন্যতম শ্রদ্ধেয় অংশগ্রহণকারী। কঠোর তপস্যা এবং যুদ্ধকলায় দক্ষতার জন্য পরিচিত এই নাগা সন্ন্যাসীরা কুম্ভমেলার আধ্যাত্মিক যোদ্ধাদের ঐতিহ্য বহন করেন। বিপুল সংখ্যক দীক্ষিত নাগা সন্ন্যাসীসহ জুনা আখড়া কুম্ভমেলার একটি প্রধান আধ্যাত্মিক শক্তি হিসেবে রয়ে গেছে, যা ভক্তদের আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্তি ও শারীরিক শৃঙ্খলার সন্ধান দিতে আকর্ষণ করে।

শ্রী পঞ্চ দশনাম আবাহন আখড়া কুম্ভমেলার অন্যতম ঐতিহাসিক আখড়া, যার ইতিহাস ১,২০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। মহন্ত গোপাল গিরির নেতৃত্বে থাকা এই আখড়াটি ছড়ি-যাত্রার পবিত্র ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। এই যাত্রায় একটি পবিত্র দণ্ড বহন করা হয়, যা ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের প্রতীক। আবাহন আখড়ার ভূমিকা প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান সংরক্ষণের দিকে নিবদ্ধ, যা আধুনিক সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ীও মানিয়ে নেওয়া হয়েছে। এর স্থায়ী উপস্থিতি সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আখড়াগুলোর চিরন্তন গুরুত্বকে তুলে ধরে।

বৈষ্ণব আখড়াগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রী পঞ্চ নির্মোহী আনি আখড়া, শ্রী পঞ্চ নিরবাণী আনি আখড়া, এবং শ্রী পঞ্চ দিগম্বর আনি আখড়া। এই আখড়াগুলোও কুম্ভমেলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আখড়াগুলো শ্রী বিষ্ণুর আরাধনায়বিশেষত তাঁর হনুমান রূপের আরাধনায় নিবেদিত। তাদের ধর্মধ্বজা (ধর্মীয় পতাকা) উত্তোলন, যেখানে শ্রী হনুমানের প্রতিচ্ছবি থাকে, তা ভক্তদের প্রতি ঐশ্বরিক সুরক্ষা ও আশীর্বাদ প্রদানকে নির্দেশ করে। এটি কুম্ভমেলার আধ্যাত্মিক পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

এবারের মহাকুম্ভ আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চিহ্নিত করছে, কারণ প্রথমবারের মতো ১,০০০-এরও বেশি নারী বিভিন্ন আখড়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছেন। ইতিমধ্যেই অনেক নারী সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে অন্যতম হলেন রাধেনন্দ ভারতী, যিনি সংস্কৃতে পিএইচ.ডি. করছেন। আখড়াগুলোতে নারীদের অন্তর্ভুক্তি আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁদের ভূমিকার প্রতি ক্রমবর্ধমান স্বীকৃতির প্রতিফলন। এমনকি কিছু আখড়া নারীদের জন্য আলাদা স্থানও তৈরি করেছে, যা তাঁদের আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা করছে।

এই আধ্যাত্মিক আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে শ্রী পঞ্চদশনাম জুনা আখড়া, যা কুম্ভের বৃহত্তম ও অন্যতম প্রভাবশালী আখড়া। এই আখড়াটি ইতোমধ্যে ২০০-রও বেশি নারীকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেছে, এবং এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্প্রতি জুনা আখড়া তাদের নারী সন্ন্যাসীদের সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে ”সন্ন্যাসিনী শ্রী পঞ্চদশনাম জুনা আখড়া” রেখেছে, যা আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্মাননীয় পরিচিতি লাভ করেছে। লিঙ্গ সমতার এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে আখড়াগুলো কেবল তাদের অভ্যন্তরীণ কাঠামো পুনর্গঠন করছে না, বরং ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক জীবনে নারীদের সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে ক্ষমতাবান করে তুলছে।

সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী আখড়াগুলোর একটি হচ্ছে মহা নির্বাণী আখড়া, যা লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এটিই প্রথম আখড়া যারা নারীদের জন্য মহামণ্ডলেশ্বর পদ সৃষ্টি করেছে।

আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আখড়া নিরন্তর কাজ করছে। নারী মহামণ্ডলেশ্বরদের অংশগ্রহণ, যেমন সাধ্বী গীতা ভারতী এবং সন্তোষ পুরী, আখড়ার এই প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই আখড়া নারীদের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনার সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করছে।

লিঙ্গ সমতার পাশাপাশি মহা নির্বাণী আখড়া পরিবেশ সংরক্ষণেও জোর দিচ্ছে। আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তারা পরিবেশ রক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছে। কুম্ভমেলার আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবে এই উদ্যোগগুলি পরিবেশ সচেতনতা এবং সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আচার-অনুষ্ঠান ও মেলার কার্যক্রমে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা আখড়ার গভীর প্রতিশ্রুতির পরিচায়ক।

কুম্ভমেলায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্নর আখড়ার ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি, যা কিন্নর সম্প্রদায়ের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থান তৈরি করেছে। সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে উপেক্ষিত এই সম্প্রদায়ের জন্য আধ্যাত্মিক চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এবার প্রথমবারের মতো, মহাকুম্ভে একটি কিন্নর আখড়া অংশগ্রহণ করেছে, যা এই মেলা এবং সম্প্রদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই আখড়া সমতার ও সম্মানের আদর্শকে ধারণ করে, কিন্নর সম্প্রদায়কে সনাতন ধর্মের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে।

মহাকুম্ভ ২০২৫: আখড়ার চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা:

মহাকুম্ভ মেলা বিশেষ করে ২০২৫ সালের এই মহাকুম্ভ মেলা আধ্যাত্মিক জীবনে আখড়াগুলোর চিরকালীন প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে শুধু সংরক্ষণই করছে না, বরং আধুনিক চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে অন্তর্ভুক্তি ও সমতার আদর্শও প্রতিষ্ঠা করছে।

মহাকুম্ভে আখড়াগুলো লক্ষ লক্ষ ভক্তকে অনুপ্রাণিত করছে, তাদের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, শৃঙ্খলা এবং ঐক্যের পথে পরিচালিত করছে। যখন জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা এবং পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত হয়, তখন এই আখড়াগুলো মহাকুম্ভের হৃদয় ও আত্মা হয়ে ওঠে। তারা ভক্তদের সঙ্গে দেবতার এবং পরস্পরের সঙ্গে আরও গভীর সংযোগ স্থাপনের পথ প্রদর্শন করে, আধ্যাত্মিক ঐক্যের একটি অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে।

বেসরকারী ক্ষেত্র এই অঞ্চলের প্রাণী পালনক্ষেত্রে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে ; পোল্ট্রি ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রবৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ

শিলং, ২৩ জানুয়ারী ২০২৫: কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন এবং ডেয়ারি ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং আজ শিলং-এ 'উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রাণী সম্পদ ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সংলাপ' শীর্ষক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সমূহের প্রাণীপালন ও প্রাণী চিকিৎসা মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ আধিকারিক, শিল্প প্রতিনিধি, উদ্যোগী এবং গবেষক এবং অন্যান্ন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য, পশুপালন ও ডেয়ারি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী জর্জ কুরিয়ানও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং এই সম্মেলনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সূচনা ও উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় প্রাণিসম্পদ মিশনের (এন. এল. এম) আওতায় মোট ১০ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৫ টি শিল্প উদ্যোগী উন্নয়ন প্রকল্প (ইডিপি) এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন পর্ষদের (এনডিডিবি) সহায়তায় পশুখাদ্য সংশ্লিষ্ট চারটি কৃষক উৎপাদক সংগঠন (এফ. পি. ও) সূচনা। উপরন্তু, জাতীয় প্রাণী সম্পদ মিশন এর অধীনে খানাপাড়ায় ৩৩৭.২৯ লক্ষ টাকার অর্থ সংস্থান দিয়ে একটি আঞ্চলিক প্রাণী শুক্র উৎপাদন পরীক্ষাগার এবং ছাগল শুক্র ব্যাংক স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয। শ্রী সিং আরও উল্লেখ করেন যে, এনডিডিবি অরুণাচল প্রদেশে নামসাই, লোহিত এবং নিম্ন ডিবাং উপত্যকা জেলাগুলিকে কেন্দ্র করে বহুমুখী দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠনের সুবিধার্থে একটি তৃণমূল স্তর থেকে সমীক্ষা গ্রহণের কাজ শুরু করবে। এছাড়াও, ঘোষণা করা হয় যে, এন. ডি. ডি. বি অসম, অরুণাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরা সহ অন্যান্ন রাজ্যে দুগ্ধ সমবায় প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবে।

মেঘালয় রাজ্যের জন্য, তিনি ৩১.৮৬ লক্ষ টাকার সংস্থান দিয়ে মেঘালয়ের খেহতিরশিতে নিবিড় গবাদি পশু উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১০.২৩ কোটি টাকার সংস্থান দিয়ে রি-ভোই জেলার কিরদেমকুলাইয়ে মাল্টিপ্লায়ার ছাগল পালন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। উপরন্তু, মেঘালয় পশু প্রশাসনিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪ প্রকাশের পাশাপাশি, এই অঞ্চলে হাঁস-মুরগি চাষের প্রচারের জন্য খাসি ভাষায় 'কা কাম রি সিয়ার, কিন্টিউ কা ইয়ো কা কোট' শীর্ষক একটি 'হাঁস-মুরগির গান' রিলিজ করা হয়। এই সম্মেলনে সিকিমে সিরি গবাদি পশুর জন্য একটি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কর্মসূচি চালু করার কথাও বলা হয়েছে, এতে লগ্নি করা হবে ২১৫.৬ লক্ষ টাকা। রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের (আরজিএম) অধীনে গ্যাংটকে ৪৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আঞ্চলিক এ-আই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

এছাড়া, এই অনুষ্ঠানে আসামের উদ্যোগীদের দ্বারা উপস্থাপিত সফল শূকরের মডেলসমূহ বিশেষভাবে আলোচিত হয়। তেমনি, ত্রিপুরার দেবীপুরে কেন্দ্রীয় প্রাণিসম্পদ খামারে শূকর পালনে উপর নজর রেখে এআই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনাও হয়। এই কেন্দ্রটি স্থাপনে ৮৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। কৃষকদের দোরগোড়ায় গুণগত মানের প্রজনন সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করার জন্য গ্যাংটকের ১৫ জন ”মৈত্রী” শ্রমিককে রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের-এর আওতায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করা হয়। পরিশেষে, ট্রান্সফর্মিং রুরাল ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন (টিআরআইএফ) এবং অসম রাজ্য সরকারের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে যাতে সচেতনতা কর্মসূচিতে সমন্বয় বৃদ্ধি করা যায় এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা যায়।

অসম সরকারের দুগ্ধ উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহায়তায় অসমের শিলচরের ঘুঙ্গুরে অবস্থিত একটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা হস্তান্তরের জন্য একটি অতিরিক্ত সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং জানান, জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন কর্মসূচি (এন. পি. ডি. ডি) এবং পরিকাঠামো সহায়তার আওতায় মোট ২৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগে ২৯ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১৩১ টি জেলার মধ্যে ৫৩ টি জেলাকে নিয়ে ককাজ করবে। তিনি উত্তর পূর্বে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, এন পি ডি ডি বিভাগ দুগ্ধ পরিকাঠামো সম্প্রসারণ, প্রতিদিন দেড় লক্ষ লিটার থেকে সাড়ে তিন লক্ষ লিটার দুধ সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এবং দুগ্ধ সমবায় নেটওয়ার্কে ৭০,০০০ নতুন কৃষককে যুক্ত করার জন্য ২৫০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রাণিসম্পদ ও হাঁস-মুরগি পালন ক্ষেত্রের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলিকে মোকাবিলা করে এই ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে হবে, উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে বেসরকারি শিল্পকে কাজে লাগাতে হবে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ নিতে হবে।

এই সম্মেলনে আইবি গ্রুপের মতো বিভিন্ন বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে মোট ৭০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করার আগ্রহ পেশ করা হয়। হাঁস-মুরগি ও খাদ্য ক্ষেত্রের জন্য যারা এই অঞ্চলে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চায়। এছাড়াও, কর্ণাটক পোল্ট্রি ফেডারেশন পোল্ট্রি ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের জন্য এই অঞ্চলে ২৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। জাতীয় ডিম সমন্বয় কমিটি (এন. ই. সি. সি) ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রাজ্যগুলিতে ডিম খাওয়ার প্রসারের জন্য ডিমের গাড়ি বিতরণ করবে। মন্ত্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শূকর পালন ক্ষেত্রের উপর জোর দেন এবং বলেন যে, এই অঞ্চলের ৪২ লক্ষ ৪ হাজার শূকর সংখ্যা (ভারতের মোট শূকর সংখ্যার ৪৬.৪২) যার মূল্য প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা, আঞ্চলিক অর্থনীতিতে এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তিনি এই ক্ষেত্রকে রপ্তানির কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে ক্লাস্টার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে (পিপিপি) উৎসাহিত করেন।

শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত পরিস্থিতি প্রাণিসম্পদ ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শূকর, হাঁস-মুরগি এবং পশুখাদ্য ক্ষেত্রে অনন্য চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করছে। জাতীয় গড়ের তুলনায় মাথাপিছু দুধ ও ডিমের গড় কম থাকার বিষয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে এই অঞ্চলের আত্মনির্ভরতা অর্জনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সরকারগুলিকে বেসরকারি ক্ষেত্রের বিনিয়োগের সুবিধার্থে এবং প্রাণিসম্পদ ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার জন্য একটি একক জানালা তৈরি করার আহ্বান জানান। এই সম্মেলনের আয়োজনের জন্য তিনি মেঘালয় সরকার এবং সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য গৃহীত অষ্টলক্ষ্মী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর জোর দেন এবং সংশ্লিষ্টদের জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য এই ক্ষেত্রের বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মেঘালয় সরকারের সমষ্টি ও গ্রামোন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও কর মন্ত্রী শ্রী এ টি মণ্ডল মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করে বলেন মেঘালয় রাজ্যের একটি সাধারণ ভৌগলিক ও জলবায়ুগত অবস্থা রয়েছে, এবং গবাদি পশুর বিকাশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে গবাদি পশু পালন একটি প্রাথমিক পেশায় পরিণত হয়েছে এবং রাজ্যের গবাদি পশুর উন্নয়নের জন্য রাজ্য একটি দশ বছরের রোডম্যাপ তৈরি করেছে। ডি. এ. এইচ. ডি-র সচিব শ্রীমতী অলকা উপাধ্যায় দেশে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রাণিসম্পদ ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলে ধরে বাজার সংযোগ, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং এই অঞ্চলকে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি মডেল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তথ্য-চালিত পদ্ধতির গুরুত্বের উপর জোর দেন। মিজোরামের মন্ত্রী (এএইচএন্ডভি) শ্রী সি লালসাউইভুঙ্গা, ত্রিপুরার মন্ত্রী (এআরডি) শ্রী সুধাংশু দাস, মেঘালয়ের মন্ত্রী (এএইচভিএন্ডডি) শ্রী আলেকজান্ডার এল হেক, মেঘালয়ের মুখ্য সচিবও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উদয়নারায়ণপুর থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশি, আদালতে পেশ

উদয়নারায়ণপুর, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর থেকে এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। জানা গেছে, ধৃতের নাম শেখ শুভ। তার বাড়ি বাংলাদেশে।

উলুবেড়িয়ার বাজারপাড়ায় সে থাকত বলে জানা গিয়েছে। বুধবার রাতে উদয়নারায়ণপুর থানার পুলিস তাকে গ্রেফতার করে। ধৃতের কাছ থেকে পুলিস ভারতের পরিচয়পত্র উদ্ধার করেছে। বৃহস্পতিবার উলুবেড়িয়া আদালতে তাকে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজত হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

হরিয়ানায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২ যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু

ফরিদাবাদ, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : হরিয়ানার ফরিদাবাদে বৃহস্পতিবার এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাক্টরের ধাক্কায় নিহত দুই বাইক আরোহী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই যুবকের।স্থানীয়দের অভিযোগ, সড়কে ডিভাইডার থাকলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, নিহত দুই যুবক ফারিদাবাদের এক নম্বর মার্কেটে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করতেন এবং কোনও কাজে বেরিয়েছিলেন। সেসময় দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ট্রাক্টর চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আউশগ্রামে বিপুল গাঁজা উদ্ধার পুলিশের

আউশগ্রাম, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার সকালে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। দুটি গাড়ি প্রায় ৮১ কেজি গাঁজা নিয়ে জঙ্গলমহলের দিকে ঢুকছিল বলে দাবি। পুলিস গাড়িদুটি আটক করে ৬ জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা যাচ্ছে।

পাথারকান্দিতে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে এনসিসি প্যারেডের মহড়ায় যোগ দিতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত স্কুলছাত্র

পাথারকান্দি (অসম), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সরকারি অনুষ্ঠানে প্রদর্শনীয় প্যারেডের মহড়ায় যোগ দিতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে পাথারকান্দি থানাধীন নালিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা বৈঠাখাল আদর্শ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র সাহিদ আহমেদ।

শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি সমজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্থানীয় মুণ্ডমালা খেলার মাঠে এনসিসি প্যারেডের মহড়ায় যোগ দিতে আজ বৃহস্পতিবার সকালে মোটর বাইকে চড়ে নালিবাড়ি থেকে আসছিল সাহিদ আহমেদ। সকাল পৌঁনে আটটা নাগাদ ৮ নম্বর অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়ক-লাগোয়া মুণ্ডমালা খেলার মাঠে প্রবেশের মুখে উল্টো দিক থেকে আগত এএস ০১ আরসি ৭৪০০ নম্বরের একটি চার চাকার অল্টোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে সাহিদের বাইকের।

স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত এনসিসি অ্যাসোসিয়েট অফিসার উত্তম শর্মা তড়িঘড়ি স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহত সাহিদকে নিয়ে যান পাথারকান্দি হাসপাতালে। কিন্তু তার শরীরিক অবস্থা গুরুতর বলে তাকে করিমগঞ্জ সিভাল হাসপাতালে রেফার করেন কর্তব্যরত ডাক্তার। জানা গেছে, সেখান থেকে সাহিদকে পাঠানো হয়েছ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন পাথারকান্দির প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট তথা সার্কল অফিসার বলীনবাবা বালারি। তিনি আহত ছাত্রের উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারিভাবে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়া আহত সাহিদ আহমেদের শারীরিক অবস্থার ঘন ঘন খবর নিচ্ছেন স্কুলের অধ্যক্ষ ড. বিপ্লব কর্মকারও। পুলিশ ইতিমধ্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি এবং মোটর বাইক নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে।

শ্রীভূমির বাজারিছড়ায় উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত নেতাজির ১২৯-তম জন্মদিবস

বাজারিছড়া (অসম), ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলার অন্যতম সামাজিক সংগঠন বাজারিছড়ার কালাছড়া নেতাজি সংঘের উদ্যোগে এবারও বীর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯-তম জন্মদিবস পালন করা হয়েছে।

নেতাজি সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন যথাক্রমে পূর্ব কালাছড়া যুবশক্তি ক্লাব, বাজারিছড়া অটো অ্যাসোসিয়েশন, বাজারিছড়া ও কালাছড়া বাজার কমিটি, কালাছড়া ভিলেজ অর্গানাইজেশন, পূর্ব কালাছড়া ভিলেজ অর্গানাইজেশন, বাজারিছড়া ভিলেজ অর্গানাইজেশন, ছাগলমোহা ভিলেজ অর্গানাইজেশন, মাকুন্দা ভিলেজ অর্গানাইজেশন, পূর্ব বাজারিছড়া ভিলেজ অর্গানাইজেশন, অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদের শিবেরগুল শাখা প্রভৃতি।

এদিন সকাল নয়টায় কালাছড়া হাসপাতাল রোডে অবস্থিত নেতাজি সংঘের স্থায়ী শহিদ বেদীর পাদদেশ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সূচনা হয়। শোভাযাত্রায় প্রায় হাজারো জনতা পা মিলিয়েছিলেন। এতে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ-মহিলার পাশাপাশি স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। নেতাজির প্রতিচ্ছবি সহযোগে সুসজ্জিত ই-রিকশা সহ ব্যান্ড বাজিয়ে এলাকার বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করেছে শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা বাজারিছড়ার থেমাস্থিত নেতাজি সংঘের স্থাপিত ঘোড়া-আরোহী নেতাজির পূর্ণাবয়ব মূর্তির পাদদেশে এসে সমাপ্ত হয়। সুবিশাল শোভাযাত্রায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিংবদন্তি নেতা সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করে নানা স্লোগান দিয়ে এলাকার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেন জনগণ। এর সঙ্গে সংগতি রেখে মাইকযোগে নেতাজির ঐতিহাসিক ভাষণ প্রচারিত হয়। সেই সঙ্গে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' সহ 'হায়রে সুভাষ কোথায় গেলি কোথায় রইলি মায়ের কোলে ফিরে আয়' ইত্যাদি বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

পরে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করেন নেতাজি সংঘের সভাপতি প্রমেশ দাস, সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি দেবপ্রিয় নাগ, প্রাক্তন সভাপতিগণ যথাক্রমে অমিতাভ দে, মণীষভূষণ পাল, দেবজ্যোতি নাগ, কনক চক্রবর্তী, অনুপ দে, স্বপন দাস, নেতাজি সংঘের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অমিত দেব, কালাছড়া ও বাজারিছড়া বাজার কমিটির সভাপতি অলক দে, সন্দীপ পাল, সম্রাট দত্ত, যুবশক্তি ক্লাবের সঞ্জিত চক্রবর্তী, অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদের শিবেরগুল শাখার পক্ষে সুজয় পাল, প্রদীপ দেবনাথ, নেতাজি সংঘের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা মমি দে, বাজারিছড়া জিপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি রজত নাগ, রাজু দেবরায়, রঞ্জন দাস, শিক্ষক অরূপ দাস, মনোজ সিংহ, অজয় সূত্রধর, বাজারিছড়া অটো সংস্থার পক্ষে দুলন দেব, রাজু দাস এবং উপস্থিত বিভিন্ন ভিলেজ অর্গানাইজেশনের পদাধিকারীরা। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন নেতাজি সংঘের উপদেষ্টা সদস্য তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সন্দীপ করপুরকায়স্থ।

অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে সুভাষচন্দ্রের বর্ণময় জীবনী ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের বিষয়ে সারসংক্ষেপ বক্তব্য পেশ করেন নেতাজি সংঘের প্রাক্তন সভাপতি বিভাষ দাস, টুবলু পাল, অমিতাভ দে, রজত নাগ প্রমুখ।

তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বর্তমান প্রজন্মের যুবা কিশোরদের নেতাজির আদর্শে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। পরে এদিনের কার্যক্রমের সমাপ্তিতে সংস্থার পক্ষে সাধারণ সম্পাদক অমিত দেব অনুষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা ও উপস্থিতির জন্য বিভিন্ন সংগঠন সহ জনগণকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে নেতাজীর জন্মজয়ন্তী পালিত হয়।

ছাউনি ভেঙে পড়ে আহত দুই শিশু সহ মোট ৩ জন

বাসন্তী, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের রান্না ঘরের চাল ভেঙে গুরুতর জখম হল দুই শিশু সহ মোট ৩ জন। আহতদের মধ্যে একজন অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের সহায়িকাও রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর ৪ নম্বর গরানবোস গ্রামে। বাসন্তী ব্লকের ১৬৩ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রের খবর, অন্যান্য দিনের মত এদিনও অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে রান্নার কাজ চলছিল। গ্রামের শিশুরাও এক এক করে সেখানে আসছিল। আচমকাই রান্না ঘরের চাল ভেঙে পড়ে। জখম হয় মোট ৩ জন। স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান সকলেই।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়দের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই এই আই সি ডি এস সেন্টারের খারাপ অবস্থা। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই শিশুরা এই সেন্টারে আসে। দ্রুত সেন্টারের সংস্কার দাবি করেন তাঁরা। বাসন্তীর বিডিও সঞ্জীব সরকার বলেন, " ঘটনার কথা শুনেছি, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

কলেজে ক্লাস থেকে বেরিয়ে চারতলা থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা ছাত্রের

বিজয়ওয়াড়া, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার কলেজে ক্লাস চলাকালীন আচমকা বেরিয়ে গিয়ে চার তলার বারান্দা থেকে নীচে ঝাঁপ দেন এক যুবক। পুলিশ তাঁর দেহ উদ্ধার করেছে। সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই দৃশ্য।

ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই ক্লাস থেকে ধীর পায়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। সকলে তাই অবাক হন তাঁর আচরণে। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশের সময়ও পাননি। তার আগেই প্রচণ্ড শব্দ হয়। চার তলার বারান্দা থেকে নীচে ঝাঁপ দেন যুবক। বন্ধুদের সামনেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শেষ হয়ে যায় সব। যুবকের আত্মহত্যার দৃশ্য ধরা পড়েছে কলেজের সিসিটিভি ফুটেজে।

অন্ধ্রপ্রদেশের নারায়ণা কলেজের ঘটনা। যুবক সেখানেই ক্লাস করছিলেন। কলেজ ক্যাম্পাস থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

ফের মেট্রোয় ঝাঁপ, ব্যাহত পরিষেবা

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার কবি নজরুলে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রোর সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন একজন। সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাকের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে শুরু হয় উদ্ধার কাজ। এর জেরে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হয়েছে পরিষেবা। ৪৯ মিনিট পর পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

এদিন ৪ টা ২৮ মিনিটে

টালিগঞ্জ থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত আপ ও ডাউন দুই লাইনেই বন্ধ হয় পরিষেবা। সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন খালি করে দেওয়া হয়। তাঁকে উদ্ধার করতে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় তৃতীয় লাইনে। সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। মেট্রো না-পাওয়ায় স্টেশনে স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়ে। তাঁরা সমস্যায় পড়েন। অনেকেই মেট্রো ছেড়ে সড়কপথে গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

ময়নাগুড়িতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান কয়েকশো কর্মীর

ময়নাগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): আবারও শক্ত হলো রাজ্যের শাসক দলের সংগঠন। পদ্ম ছেড়ে ঘাসফুলে যোগদান করলেন কয়েকশো বিজেপি কর্মী।

জানা গেছে, ময়নাগুড়িতে ভাঙন ধরে বিজেপিতে। বৃহস্পতিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন কয়েকশো বিজেপি কর্মী-সমর্থক। এদিন ময়নাগুড়ি জল্পেশ মুক্ত মঞ্চে এই যোগদান কর্মসূচি হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঠাকুরপুকুরের বাড়ি থেকে মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার ঠাকুরপুকুরের এক বাড়ি থেকে মহিলার দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। ডায়মন্ড পার্কের বন্ধ ঘর থেকে ওই মহিলার রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার শরীরে অনেক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রাথমিক অনুমান, তাঁকে খুন করা হয়েছে। তবে মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে রয়েছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, বুধবারই ওই এলাকায় ভাড়া এসেছিলেন মৃত মহিলা। এলাকায় এমন ঘটনা ঘটায় আতঙ্কিত স্থানীয়েরা। তাঁদেরও অনুমান মহিলাকে খুন করা হয়েছে। তবে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল, তা স্পষ্ট নয়।

নাবালিকা অপহরণ, চাঞ্চল্য মানিকচকে

মানিকচক, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): মালদার মানিকচকে এক নাবালিকা ছাত্রীর অপহরণের ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার পরিবার অভিযোগ করে, থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় তারা পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ এনেছেন এবং জেলার পুলিশ সুপারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন।অভিযোগ অনুযায়ী, গত ১৭ জানুয়ারি নাবালিকার বাবা-মা মালদা শহরে কাজে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে তারা দেখেন, মেয়ে নিখোঁজ। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন, একটি মোটরবাইকে করে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তাকে তুলে নিয়ে গেছে। ঘটনার পরপরই মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়, কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় বাধ্য হয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হন নাবালিকার পরিবার।নাবালিকার মা বলেন, 'আমার মেয়েকে পড়াশোনা করাতে চাই। পুলিশ যেন দ্রুত মেয়েকে উদ্ধার করে দেয়।'ঘটনার জেরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিজেপি এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ তুলেছে। তাদের বক্তব্য, 'রাজ্যে সাধারণ মানুষের কোনও নিরাপত্তা নেই। পুলিশ শাসক দলের নেতাদের চামচাগিরি করতে ব্যস্ত।'অন্যদিকে, তৃণমূল বিজেপির এই অভিযোগকে সরাসরি খারিজ করে জানিয়েছে, 'বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে। তারা মানুষের সহানুভূতি আদায়ের জন্য এই ধরনের অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে।'পুলিশ সুপারের দফতর থেকে জানানো হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং নাবালিকার সন্ধানে অভিযান চালানো হচ্ছে।

রাজস্থানে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু যুবকের

ভিলওয়াড়া, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজস্থানে বুধবার রাতে ভিলওয়াড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। রেললাইন পার হওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে।এক পুলিশ আধিকারিক জানান , আজাদ নগর চৌরাস্তার কাছে সগসজি পুলিয়ার রেললাইনে যুবকের দেহ পড়ে থাকার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতের বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তাঁর কাছ থেকে কোনও পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়নি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সপ্তাহে দু'দিন করে পাঁচ মাস বন্ধ থাকবে বারাসত ওভারব্রিজ

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): সংস্কারের কাজের জন্য বারাসত ওভার ব্রিজে নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে যান চলাচল। আগামী ২৫ জানুয়ারি, শনিবার থেকে শুরু হবে সংস্কারের কাজ।

এর জেরে শুক্রবার রাত ১টা থেকে সোমবার ভোর ৩টে পর্যন্ত ওই সেতুতে বন্ধ থাকবে গাড়ি চলাচল। ওই সময়ে দু'চাকা থেকে পণ্যবাহী কোনও ধরনেরই গাড়ি ব্রিজ দিয়ে চলাচল করবে না। বৃহস্পতিবার বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার (জোনাল) স্পর্শ নিলাঙ্গী এবং ডিএসপি (ট্র্যাফিক) নীহাররঞ্জন রায় জানিয়েছেন, যান চলাচলে এই নিয়ন্ত্রণ আগামী পাঁচ মাস ধরে চলবে।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ভোরের পরেও ব্রিজে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত হবে। সেই সময় দু'চাকা বা তিন চাকার ছোট যানবাহন চলবে স্রেফ। যত দিন ব্রিজ সংস্কারের কাজ চলবে, তত কোনও চারচাকা গাড়িই ব্রিজ দিয়ে যেতে পারবে না। তবে এ বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করা হবে। তবে সেই সময় কী ব্যবস্থা নেবে ট্র্যাফিক, তা বৃহস্পতিবার স্পষ্ট করে জানানো হয়নি।

সংকটনাপন্ন মা

● প্রথম পাতার পর

মহিলার পাঁচবার ডায়ালাইসিস হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটছে।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহিলার স্বামীর অভিযোগ করেন, চেবরি হাসপাতালে অস্ত্রপচারে মারাত্মক ভুলের কারণেই তার স্ত্রীর এই অবস্থা হয়েছে।

যুব সমাজ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ভারতবর্ষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। আর এমন একজন বীর নেতা সম্পর্কে আরো বেশি করে জানলে আমরা আরো এগিয়ে যাবো। উনার চির অমর উক্তি এখনো প্রতিটি মানুষ মনে রেখেছে। সেই অমর উক্তি হচ্ছে - "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেবো"। এখনো আমাদের মনে সেটা চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশদের দুর্বলতা অনুভব করে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মান ও জাপানে চলে যান। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগকে ব্যবহার করে যদি ব্রিটিশদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায় এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে সেটা সম্ভব হবে। তাই জাপানিদের সহযোগিতায় তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠন করেন। বলতে গেলে ভারতের প্রথম যে সরকার আজাদ হিন্দ সরকার তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয়েছিল। জাপানের আর্থিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক সহায়তায় তিনি আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ইম্ফল পর্যন্ত চলে এসেছিলেন তিনি। সুভাষচন্দ্র বসু চেয়েছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি ছিলেন একজন আপোষহীন যোদ্ধা। তরুণ ও যুব সমাজের কাছে প্রেরনা তিনি। আগামীদিনে তাঁর আদর্শ, জীবন, কর্মধারা ও দেশপ্রেম যুব সমাজকে আরো অনুপ্রাণিত করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন একটি বনেদি স্কুল। বহু কৃতি ছাত্রছাত্রী এখান থেকে বেরিয়ে ত্রিপুরা সহ দেশ ও বিদেশেও সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। আর এই স্কুলের সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে শৃঙ্খলা। খেলাধুলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক চর্চা ও নানা বিষয়ে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সুনাম রয়েছে। এমন একজন মনিষী ও দেশপ্রেমিকের নামে এই স্কুল। অথচ এতদিন ধরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বর্তমান সরকার তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২১ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে এই দিনটির নাম পরাক্রম দিবস হিসেবে রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত, স্কুলের পরিচালন কমিটির সহ সভাপতি ড. দিলীপ কুমার দাস, সেক্রেটারি তপন চক্রবর্তী, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মীনা রানী কলই সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপরই স্কুলের ময়দান থেকে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা বের হয়ে রাজধানী শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

হাথরসে দুই নাবালিকা বোনকে 'খুন' করে হামলা জেঠিমা ও শয্যাশায়ী জেঠুর উপর

হাথরস, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): দুই নাবালিকা বোনের গলা কেটে 'খুন' করল খুড়তুতো দাদা! তারপর হামলা চালাল জেঠিমা ও শয্যাশায়ী জেঠুর উপরও। অভিযোগ এমনই। বুধবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাথরসের সদর কোতয়ালি এলাকার আশীর্বাদ ধাম কলোনির একটি বাড়িতে। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম বিকাশ। সে তার জেঠুর দুই মেয়ে সৃষ্টি (১৪) ও বিধি (৬)-কে গলা কেটে খুন করে। তার হামলার মুখে পড়ে গুরুতর আহত হন জেঠু-জেঠিমাও। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ছোটেলাল গৌতম আদতে ফতেপুর জেলার বাসিন্দা । মিতাইয়ের জওহর স্মারক ইন্টার কলেজের লেকচারার ছিলেন গৌতম । স্ত্রী বীরাঙ্গনা ওরফে গৌরী ও দুই মেয়ে সৃষ্টি-বিধিকে নিয়ে আশীর্বাদ ধাম কলোনিতে বসবাস করতেন । তবে পক্ষাঘাতে গত এক বছর ধরে তিনি শয্যাশায়ী।

এই 'খুনের' পিছনে পারিবারিক বিবাদ রয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। তবে 'খুনের' নেপথ্যে সঠিক কোন উদ্দেশ্য রয়েছে তা খুঁজে পেতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শুক্রবার থেকেই শুরু আরও এক দফায় 'দুয়ারে সরকার'

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): রাজ্য প্রশাসনকে মানুষের দরজায় নিয়ে যেতে শুক্রবার থেকেই রাজ্যে শুরু হচ্ছে আরও এক দফায় দুয়ারে সরকার প্রকল্প। এবার নবম সংস্করণ। রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রাজ্যের সব জেলাতেই ক্যাম্প করে স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, খাদ্যসাথী, তপশিল বন্ধু-সহ ৩৭টি সরকারি পরিষেবা মিলবে এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে। মূলত এই দুয়ারে সরকারের কার্যক্রম হচ্ছে দুটি ধাপে। প্রথম ধাপে হবে আবেদন গ্রহণ। ২৪ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রথম দফায় চলবে আবেদন গ্রহণের প্রক্রিয়া। এরপর ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সরাসরি পরিষেবা প্রদানের কার্যক্রম চলবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। যে বিশাল সংখ্যক মানুষ প্রত্যেকদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের দুয়ারে সরকার ক্যাম্পগুলিতে আসবেন, সেগুলির ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন করে রাখার কথা বলেছে রাজ্য। বলা হয়েছে, চিত্তাকর্ষক অডিয়ো ভিজুয়াল টেস্টিমোনিয়াল তৈরি করতে হবে। মোটের উপর আরও একটা দুয়ারে সরকার শিবির শুরু হওয়ার আগে প্রস্তুত রাজ্য প্রশাসন।

বালিতে মেরামতির কাজে চরম ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা, বিকল্প ব্যবস্থা পুলিশের

হাওড়া, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): বালি ব্রিজ ও বালি হল্ট স্টেশনে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুরু হয়েছে মেরামতির কাজ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। শেষমেশ দীর্ঘ হয়রানির পর রেলিং ভেঙে বিকল্প রাস্তা তৈরিতে নামল পুলিশ। সকাল থেকেই অনেকটা ঘুরপথে রাজচন্দ্রপুর পর্যন্ত যেতে হচ্ছিল অফিসযাত্রীদের। কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে রেলিং পেরিয়ে যাতায়াত করছিলেন। পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্ত বচসাও হয় নিত্যযাত্রীদের। এর পরেই শুরু হয়েছে বালি হল্ট স্টেশনের পাশের কংক্রিটের পাঁচিল ভেঙে বিকল্প রাস্তা তৈরির কাজ। আপাতত গ্যাসকাটার এনে ভাঙা হচ্ছে রেলিং। ঘোষণা অনুযায়ী বুধবার রাত থেকেই সূচি মেনে কাজ শুরু হয়েছে বালি ব্রিজে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ব্রিজের এক দিকের লেন। বালি খাল থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার লেনটি খোলা রয়েছে। ওই লেনটিতে শুধুমাত্র বাইক এবং তিন চাকার গাড়ি চলছে। চার চাকা ও বড় গাড়ি চলছে নিবেদিতা সেতু দিয়ে। তবে সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দু'চাকা এবং তিন চাকার যান চলাচলে ছাড় দেওয়া হয়েছে। নিবেদিতা সেতু দিয়ে যাতায়াতের কারণে ওই চার দিন বাসের 'টোল ট্যাক্স' লাগবে না।

ছাউনি ভেঙেপড়েআহতদুইশিশু সহ মোট ৩ জন

বাসন্তী, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের রান্না ঘরের চাল ভেঙে গুরুতর জখম হল দুই শিশু সহ মোট ৩ জন। আহতদের মধ্যে একজন অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রের সহায়িকাও রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর ৪ নম্বর গরানবোস গ্রামে। বাসন্তী ব্লকের ১৬৩ নম্বর আইসিডিএস কেন্দ্রের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রের খবর, অন্যান্য দিনের মত এদিনও অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে রান্নার কাজ চলছিল। গ্রামের শিশুরাও এক এক করে সেখানে আসছিল। আচমকাই রান্না ঘরের চাল ভেঙে পড়ে। জখম হয় মোট ৩ জন। স্থানীয়দের তৎপরতায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান সকলেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়দের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই এই আই সি ডি এস সেন্টারের খারাপ অবস্থা। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, নেতাজীর জীবন ও কর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর সরকার ২০১৯-এ দিল্লির লালকেল্লায় নেতাজী সুভাষের উদ্দেশে একটি সংগ্রহালয় গড়ে তুলেছে। সেইসঙ্গে, সে বছরই নেতাজী সুভাষ বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা পুরস্কারের সূচনা করা হয়েছে। ২০২১ সালে তাঁর সরকার নেতাজীর জন্মবার্ষিকীকে 'পরাক্রম দিবস' হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রী মোদী বলেন, ইন্ডিয়া গেটের কাছে নেতাজীর এক সুবিশাল মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে, নেতাজীর নামে আন্দামানের দ্বীপেরও নামকরণ করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে আইএনএ সৈন্যদের প্রতি অভিবাদন জানানোকে তাঁর পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সরকারি সঙ্কল্পের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১০ বছরে সাধারণ মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে দেশ দ্রুত বিকাশের পথ গ্রহণ করেছে। সেইসঙ্গে, সামরিক শক্তিরও বিকাশ ঘটানো হয়েছে। তিনি বলেন, বিগত দশকে ২৫ কোটি ভারতবাসীকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে আনা এক বিরাট সাফল্য। গ্রাম ও শহর — সর্বত্রই আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারতীয় সেনার অভূতপূর্ব শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভূমিকা উত্তরোত্তর প্রসারিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আস্থা প্রকাশ করে বলেন, সেদিন আর দূরে নেই যখন ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। তিনি 'এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য' নিয়ে, নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, বিকশিত ভারত-এর জন্য প্রত্যেককে নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান। শ্রী মোদী বলেন, এতেই নেতাজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

জন্মদিন পালিত

● প্রথম পাতার পর

চন্দ্র বসুর প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছি। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, দেশ এখন সংকটজনক পরিস্থিতি মধ্যে যাচ্ছে। একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপ্রেরণাকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে হবে।

অবরোধ জনজাতিদের

● প্রথম পাতার পর

অবরোধে বসেন তাঁরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ পুলিশ বাহিনী। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা।

ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: ভারতীয় মজদুর সংঘের সোনালী ৭০ বছর পুর্তি উপলক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কমলপুর নজরুল ভবনে এক সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় মজদুর সংঘের সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় কমলপুর নজরুল ভবনে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, স্বপ্না দাস পাল। উপস্থিত ছিলেন সর্ব ভারতীয় মহা সংঘের সহ সভাপতি শঙ্কর দেব, রাষ্ট্রীয় মহা সংঘের সম্পাদিকা সুতপা কর, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের ধলাই জেলার সভাপতি বিপ্লব দেববর্মা, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের ধলাই জেলা প্রভারী নিরঞ্জন দেবনাথ, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের কমলপুর সভাপতি সুমন নন্দী, ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের কমলপুর সম্পাদক শিবেন্দ্র বৈদ্য প্রমুখ।

সাংগঠনিক আলোচনা সভায় সংঘের সাংগঠনিক বিষয় এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা করে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের জেলা সভাপতি বিপ্লব দেববর্মা।

বৃহস্পতিতে পুণ্যস্নানের ছবি শেয়ার অভিনেতা অনুপম খেরের

প্রয়াগরাজ, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): প্রয়াগরাজে অনুপম খের। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানের ছবি শেয়ার করলেন বলিউডের প্রবীণ অভিনেতা। ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখলেন ওম নমঃ শিবায়! সঙ্গে তিনটি ইমোজি ও হ্যাশট্যাগ। উল্লেখ্য, বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে নিজের পুণ্যস্নানের ভিডিও শেয়ার করেছিলেন অনুপম খের। সেখানেই দেখা গেছে, গঙ্গায় ডুব দিয়ে করজোরে প্রার্থনা করছেন তিনি। প্রবীণ অভিনেতা জানান, মহাকুম্ভে যোগ দিয়ে গঙ্গাস্নান করে মনে হল আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। এই প্রথমবার মন্ত্রজপ করলাম মা গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে। যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম, অনুভব করলাম চোখ থেকে আপনাআপনিই ঝরঝর করে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল। কী কাকতালীয় বিষয় দেখুন! আজ থেকে ঠিক একবছর আগে যেদিন রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেদিনও একদম এরকমই অনুভূতি হয়েছিল অযোধ্যার রামমন্দিরে গিয়ে। সনাতন ধর্মের জয়।

ট্রেনে অসুস্থ, মৃত্যু আইনজীবীর

ক্যানিং, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.) : আপ ক্যানিং শিয়ালদহ লোকালে ক্যানিং থেকে সোনারপুর যাওয়ার সময় বুধবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। মৃতের নাম মানিক মল্লিক। বারুইপুর থানার বলরামপুর দাসপাড়ার বাসিন্দা তিনি। পেশায় আইনজীবী। ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। সহযাত্রীরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে তালদি স্টেশনে নামিয়ে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখান থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসকদের প্রাথমিক অনুমান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তবে তাঁর পরিবারের দাবি খুন করা হতে পারে তাঁকে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সোদপুরের মেয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে আমন্ত্রিত

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.): রাজধানীতে ২৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সোদপুরের কুমারী তনিমা দাস একজন। ২৩ থেকে ২৭ জানুয়ারি কুমারী তনিমা দাসের দিল্লিতে যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার নেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

তিনি জানান, সরকারি আমন্ত্রণপত্র হাতে পাওয়া আমার কাছে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। আমার বাবা চিঠিটি প্রথমে পড়েন। এই অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হওয়ায় আমি গর্বিত।

জাতীয় অনুষ্ঠানগুলিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা ১০ হাজার জন বিশেষ অতিথিকে ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে থেকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই সমস্ত ব্যক্তিদের স্বর্ণিম ভারতের নির্মাতা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাভোগী সহ নানা ক্ষেত্রে সফল মানুষেরা এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হচ্ছেন।

নেশা সামগ্রী উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

হাতিয়ার করেছে রেলপথকে। তবে রেল পুলিশের হাতে বারংবার ধরা খেয়েও তাদের পাচার বাণিজ্য প্রতিনিয়ত জারি রেখেছে। এবার ধর্মনগর আরপিএফের তল্লাশিতে উদ্ধার হল নেশা জাতীয় কফসিরাপ। গতকাল ফিরোজপুর থেকে আগরতলা যাওয়ার পথে ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসটি যখন রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ ধর্মনগর স্টেশনে এসে পৌঁছায় সেই সময় ট্রেনের কোচ নাম্বার জিএস ২৪৭২০৬ থেকে আরপিএফ তল্লাশি চালিয়ে ছয়টি ব্যাগ থেকে মোট ৫৫৭ বোতল নেশাজাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে সাব-ইন্সপেক্টর বিষ্ণুপদ দাস জানান, ডিএসপি স্যারের নির্দেশেই স্পেশাল ট্রেন স্কট চলছে। সেই মোতাবেক গতকাল বদরপুর থেকে হেড কনস্টেবল লিটন নমঃ এবং কনস্টেবল সঞ্জীব দাস বদরপুর থেকে ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে আসছিলো। ট্রেনটি যখন ধর্মনগরে আসে তখন জিএস ২৪৭২০৬ কোচে তল্লাশি চালালে ছয়টি ব্যাগ থেকে বাজেয়াপ্ত হয় মোট ৫৫৭ বোতল নেশাজাতীয় কফ সিরাপ। তিনি জানান সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে নেশা জাতীয় কফ সিরাপগুলো আবগারি দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

সম্পদ পাচার অব্যাহত

● প্রথম পাতার পর

নামছে এবং শিকারীদের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে। এক সময় লঙ্গাই ভ্যালিতে প্রচুর পরিমাণে বন্যপ্রাণী দেখা যেত, কিন্তু আজ আর সেই দৃশ্য চোখে পড়ে না।

পশু শিকারীরা শিকার করে আসাম, মিজোরাম, ধর্মনগর, পানিসাগর, রৌয়া সহ পার্শবর্তী বাজারগুলিতে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে বন্যপ্রাণী ও পাখি প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এক দশক আগে এই বনাঞ্চলে রং বেরঙের পাখি এবং ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস দেখা যেত। কিন্তু আজ সেই সব দৃশ্য বিলুপ্তির মুখে।

জঙ্গলে হরিণ, বন্য শূকর, খরগোশ প্রচুর দেখা যেত। কিন্তু অতিরিক্ত শিকারের ফলে বন্য শূকর প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে এবং বন্য হরিণও বিপন্ন। আশ্চর্যের বিষয় হল, বন্যপ্রাণী নিধনের বিরুদ্ধে বন দপ্তরের কোনও উদ্যোগ নেই। বরং, বন দপ্তরের একাংশ অসাধু কর্মচারীদের সঙ্গে নিধনকারীদের মিতালির সম্পর্ক স্পষ্ট।

পাচারকারী ও অসাধু বন কর্মচারীদের মিতালীর কারণে লঙ্গাই ভ্যালির সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংসের মুখে। এই পরিস্থিতি চরম উদ্বেগের।

পেল যাত্রাপুর থানা

● প্রথম পাতার পর

একটি বাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। যাত্রাপুর থানার ওসি সুব্রত দেবনাথের নেতৃত্বে আজকের এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছে, মনাই পাথর ভিলেজের উত্তরাংশের জঙ্গলের ভেতরে দিকে গাঁজা চাষের বেশ কয়েকটি প্লট ছিল। গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ সকাল ৬ টা নাগাদ অভিযান চালানো হয় এবং আনুমানিক ১৫০০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

কো-অপারেটিভ ব্যাংক ও জেআরসি-র বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি।। আবারও জয় অর্জন করলো জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার ভোলাগিরি মাঠে জে আরসি দল প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে মুখোমুখি হয় ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেডের। ব্যাংকের ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে। দারুণ বিষয় হলো টসে জয়লাভ করে জে আর সি দলের অধিনায়ক অভিষেক দে ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক ক্রিকেট টিমের ব্যাটসম্যানরা সীমিত ২০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১২৩ রান। ব্যাট হাতে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক টিমের জয়ন্ত দাসের ৪৫ রান এবং অভিনব দেব এর ২৫ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, বাকি ব্যাটসম্যানরাও চেষ্টা করেন স্কোরবোর্ডে রান সংগ্রহ করার জন্য। জে আর সি-র হয়ে বিশ্বজিৎ দেবনাথ ২০ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেয়। এছাড়া, মনোজিৎ দাস ২২ রানে দুইটি এবং রবীন্দ্র শর্মা, জাকির হোসেন ও প্রণব শীল প্রত্যেককে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জয়ের জন্য জে আর সি-র সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১২৪ রানের। ব্যাট করতে শুরু থেকেই মেঘধন দেব ও সুব্রত দেবনাথ দারুণ ব্যাটিংয়ের মহড়া তুলে ধরে। মেঘধন ও সুব্রত একদমই সাবলীল মেজাজে ব্যাট করে দলকে অনেকটা এগিয়ে দেয়। ব্যাটে মেঘধন দেব পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি এবং সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭০ রানে নট আউট থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হলেন। সঙ্গে প্রণব শীলও ছিলেন অপরাজিত ভূমিকায় ব্যক্তিগত চার রানে। মাঝে সুব্রত দেবনাথ এর ১৮ রান প্রসেনজিৎ সাহার ৮ রান এবং মনোজিৎ দাসের ১৩ রান উল্লেখ করার মতো। মোটকথা, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক এর ক্রিকেট টিম-এর রিপন, দেবাশীষ, দিপু, জয়ন্ত, অভিনব, পার্থসারথি, সত্যজিৎ, সুকান্ত, বিকাশ দাস, বিকাশ দেব, সন্দীপ, ভূদেব যেমন খেলেছেন, তেমনি দারুন পারফরম্যান্সের পরিচয় দিয়েছেন জেআরসি-র অভিষেক, সুব্রত, মেঘধন, বিশ্বজিৎ, দিব্যেন্দু, রবীন্দ্র, মিলটন, প্রণব, মনোজিৎ, প্রসেনজিৎ, জাকির, সিশান, অনির্বাণ, বিষ্ণুপদ, রাজেশ, প্রত্যেকে। ম্যাচের পর হলো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ম্যান অব দ্যা ম্যাচের খেতাব হিসেবে জে আর সি-র মেঘধন দেবের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। ম্যাচ অফিসিয়ালদেরও স্মারক উপহারে সংবর্ধিত করা হয়। রানার্স দল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক এর খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেন জে আর সির সম্পাদক অভিষেক দে। একই ভাবে চ্যাম্পিয়ন দল জে আর সি-র প্রত্যেক খেলোয়াড়ের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের আধিকারিক যোগেন্দ্র দেববর্মা ও তপন দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভজন চন্দ্র রায়, জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সট্রফি তুলে দেন। দিনটি একদারুণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করলেন দুই দলের সদস্যরা। ম্যাচের পর স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভজন চন্দ্র রায় বললেন, ব্যাংকের ৬৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ উপভোগ করতে পেরে তিনি সত্যিই আনন্দিত। জয় হয়েছে ক্রিকেটের। এমন ম্যাচ যাতে আগামীতে আরও হয় তারও প্রত্যাশা ব্যক্ত করলেন তিনি। জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সম্পাদক তথা অধিনায়ক অভিষেক দে বললেন, ক্রিকেটটা তো শুধু একটা বাহানা, এই প্রীতি ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুই দলের মধ্যে যে অনাবিল সম্পর্ক ছিল, তা বর্তমানেও রয়েছে এবং আগামী দিনেও অটুট থাকবে।

রঞ্জি ট্রফি : সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে তোলার প্রয়াস ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। যেমনটা আশঙ্কা করা হয়েছিল, মাঠে সেটাই হয়েছে। প্রস্তুতিতে কোনও ঘাটতি না থাকলেও প্রতিকূল আবহাওয়া তথা সকালে ঘন কুয়াশার কারণে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ শুরু করা সম্ভব হয়নি। এমনকি শেষ দিকেও কিছুটা সময় আগে ম্যাচ শেষ করতে হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে দিনভর ৯০ ওভারের খেলার পরিবর্তে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ওভার খেলা সম্ভব হয়েছে। বিসিসিআই আয়োজিত রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে ত্রিপুরা বনাম সার্ভিসেস এর ম্যাচ বৃহস্পতিবার থেকে আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে। টস জিতে সফরকারী দল সার্ভিসেস প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। আয়োজক ত্রিপুরার রঞ্জি টিম প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সারা দিনে ৪১ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান সংগ্রহ করে। দলীয় পাঁচ রানের মাথায় পরপর দুই উইকেট এবং ১৭ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটলে ত্রিপুরা শিবিরে অস্বস্তি দেখা দেয়।

ওপেনার বিক্রম কুমার দাস এক রানে এবং শ্রীদাম পাল ৬ রানে প্যাভেলিয়নে ফেরেন। অধিনায়ক মানদীপ সিং ১৮ রানে আউট হলে, শ্রীনিবাস শরৎ ও রজত দে-র জুটি কিছুটা হাল ধরার চেষ্টা করে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে শরথ ৫৭ রানে এবং রজত ২৫ রানে নাইট ওয়াচম্যান এর ভূমিকায় রয়েছেন। সার্ভিসেস দলের বরুণ চৌধুরী ও এন যাদব দুটি করে উইকেট পেয়েছেন। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

‘খেলার শুরুতেই জিতে গিয়েছিলাম’, ইডেনে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বললেন সূর্যকুমার

জয় দিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করেছে ভারত। ইডেনে ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে তারা। ৪৩ বল বাকি থাকতে এসেছে জয়। বলের নিরিখে এটি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সবচেয়ে বড় জয়। ব্যাটে-বলে প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতে দেয়নি ভারত। ম্যাচ জিতে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানালেন, খেলার শুরুতেই জিতে গিয়েছিলেন তাঁরা। এই ম্যাচে টস থেকে শুরু করে প্রতিটি বিভাগে সফল ভারত। টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন সূর্য। শিশিরভেজা মাঠে পরে ব্যাট করা সুবিধাজনক। সেটাই হয়েছে। পাশাপাশি ভারতের বোলারেরা শুরুতেই ইংল্যান্ডকে ধাক্কা দেয়। সেখান থেকে ফিরতে পারেননি জস বাটলারেরা। সেই কথাই শোনা গিয়েছে সূর্যের মুখে। তিনি বলেন, “খেলার শুরুতেই জিতে গিয়েছিলাম। সকলে যে এনার্জি নিয়ে খেলা শুরু করল সেটাই ভাগ্য স্থির করে দিল। শুরুতে বোলারেরা ইংল্যান্ডকে ধাক্কা দিল। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট নিলাম। পরে ব্যাটারেরা নিজেদের কাজ করল। সব মিলিয়ে দুর্দান্ত জয়।”

ইডেনে দল নির্বাচনে চমক দিয়েছে ভারত। সকলে ভেবেছিলেন আরশদীপ সিংহের সঙ্গে পেসার হিসাবে খেলবেন মহম্মদ শামি। কিন্তু শামিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বদলে বাড়তি স্পিনার হিসাবে রবি বিশ্নোই খেলেছেন। নিজেদের শক্তির উপর তাঁরা ভরসা রেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন সূর্য। ভারত অধিনায়ক বলেন, “আমরা নিজেদের শক্তি অনুযায়ী দল বেছেছি। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও সেটা করেছিলাম। হার্দিক বলল ও নতুন বলে বল করবে। তাই এক জন অতিরিক্ত স্পিনার খেলাতে পারলাম।”

দুই বোলার আরশদীপ ও বরুণ চক্রবর্তীর প্রশংসা আলাদা ভাবে করেছেন অধিনায়ক। সূর্যের মতে, এই দুই বোলার ভারতের জয়ের ভিত তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আরশদীপ দিন দিন আরও পরিণত হচ্ছে। ও জানে, নতুন ও পুরনো বলে ওকেই বল করতে হবে। সে ভাবে নিজেকে তৈরি করেছে। আর বরুণ খুব বেশি পরীক্ষা করতে যায় না। বিষয়টা খুব সহজ রাখে। সেটাই ওকে সাফল্য এনে দিয়েছে।”

১৩৩ রান তাড়া করতে নেমে ৩৪ বলে ৭৯ রানের ইনিংস খেলেছেন অভিষেক শর্মা। তার কৃতিত্ব কোচ গৌতম গম্ভীরকে দিয়েছেন সূর্য। তিনি বলেন, “গৌতি ভাই আমাদের সকলকে স্বাধীনতা দিয়েছে।

মাঠে নেমে সকলে খেলা উপভোগ করে। তাই তারা নিজেদের সেরাটা দিতে পারে। অভিষেকের ব্যাটিং উপভোগ করেছি।” ইডেনে দুর্দান্ত ফিল্ডিং করেছে ভারত। বাউন্ডারি বাঁচানো, ভাল ক্যাচ, রান আউট সব দেখা গিয়েছে। তার কৃতিত্ব দলের ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপকে দিয়েছেন সূর্য।

রোহিত শর্মাকে পাকিস্তানে যেতে দেবে না ভারত

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে বিতর্ক যেন শেষ হওয়ার নয়! পাকিস্তানে ভারতীয় দল না পাঠানোর সিদ্ধান্ত দিয়ে শুরু। এরপর হাইব্রিড মডেলে সেটার সমাধান। তারপর জার্সি এবং কিটসে আয়োজক দেশের নাম রাখা না রাখা নিয়ে নতুন বিতর্ক। এর মধ্যেই আবার নতুন আরেক বিতর্ক।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে পাকিস্তানে অধিনায়কদের নিয়ে দুটি ইভেন্ট হওয়ার কথা। অধিনায়কদের সাংবাদিক সম্মেলন ও ট্রফি নিয়ে ফটোসেশন। এরপর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও সব অধিনায়ককে চায় পিসিবি। এতদিন শোনা যাচ্ছিল, দল পাকিস্তান না গেলেও সেই অনুষ্ঠানগুলোতে উপস্থিত থাকতে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা যাবেন প্রতিবেশী দেশে। তবে টাইমস অব ইন্ডিয়া আজ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, রোহিতকে পাকিস্তানে পাঠানো হবে না। উল্টো আইসিসিকে দুটি অনুষ্ঠানই দুবাইয়ে করার আবেদন জানিয়েছে বিসিসিআই। বিসিসিআইয়ের সেই সূত্র টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেছে, ‘আইসিসি তো এরই মধ্যে বিসিসিআইয়ের অনুরোধ রেখে টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচগুলো পাকিস্তানের বদলে দুবাইয়ে সরিয়ে নিয়েছে, আর এগুলো তো ছোটখাটো সমস্যা।’

তার মানে, বিসিসিআই বেশ আত্মবিশ্বাসী যে এই অনুরোধও শেষ পর্যন্ত রাখতে বাধ্য হবে আইসিসি। এদিকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জার্সিতে স্বাগতিক পাকিস্তানের নাম থাকা না থাকা নিয়ে এখনো কোনো সমাধান আসেনি। বৈশ্বিক টুর্নামেন্টগুলোতে সাধারণত সব দলের জার্সিতে টুর্নামেন্টের লোগোর নিচে স্বাগতিক দেশের নাম ও সাল লেখা থাকে। কোনো কারণে টুর্নামেন্ট অন্য কোনো দেশে সরে গেলেও।

২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারত থেকে আরব আমিরাতে সরে গেলেও সব দল ‘ইন্ডিয়া ২০২১’ লেখা জার্সি পরেই খেলেছে। এবার ভারত নিজেদের ম্যাচগুলো সংযুক্ত আরব আমিরাতে খেললেও টুর্নামেন্টের আয়োজক তো আসলে পাকিস্তানই। ভারতের এই আপত্তি নিয়ে এর আগেই বার্তা সংস্থা আইএনএসকে পিসিবির এক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘বিসিসিআই ক্রিকেটে রাজনীতি নিয়ে এসেছে। খেলাটির জন্য এটি ভালো কিছু নয়। ওরা পাকিস্তান সফর করতে অস্বীকৃতি জানাল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধিনায়ককেও তারা পাঠাতে চায় না। আর এখন আয়োজক দেশের নাম জার্সিতে ছাপাতে চাচ্ছে না। আমাদের বিশ্বাস, আইসিসি এটা হতে দেবে না ও পাকিস্তানের পাশে থাকবে।’ শেষ পর্যন্ত আইসিসি কী করে, সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

প্রথম বার! টেস্টে ব্যাট হাতে ইতিহাস ক্যারিবিয়ান বোলারদের

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১২৭ রানে হারের ম্যাচেও রেকর্ড গড়লেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারেরা। তবে বল হাতে নয়, তিন ক্যারিবিয়ান বোলার রেকর্ড গড়লেন ব্যাট হাতে। ১৪৮ বছরের ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম বার এমন ঘটনা ঘটল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন বোলার গুডাকেশ মোতি, জোমেল ওয়ারিকান এবং জেডন সিলস রেকর্ড গড়লেন। এই প্রথম বার কোনও টেস্টে দলের শেষ তিন জন ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি রান করলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুলতান টেস্টের প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষ হয়ে যায় ১৩৭ রানে। এর মধ্যে ৬৬ রানে ৮ উইকেট হারিয়েছিল তারা। শেষ তিন জন মিলে দলকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যান। ন'নম্বরে ব্যাট করতে নেমে গুডাকেশ করেন ১৯ রান।

উদয়পুরে রঞ্জিত স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সূচনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। উদয়পুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে আর কে পুর মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত স্বর্গীয় রঞ্জিত সিংহ রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। এছাড়াও এদিনের এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, উদয়পুর পৌর পরিষদের পৌরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, ভারতীয় জনতা পার্টির গোমতী জেলার সভানেত্রী সবিতা নাগ, ভারতীয় জনতা পার্টির রাধাকিশোরপুর মন্ডল সভাপতি সানি সাহা, যুব মোর্চা সভাপতি তথা টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক রাকেশ শীল সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গরা। মরশুমের এই খেলা আয়োজনে এদিন ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে এক অনাবিল আনন্দ উল্লাস পরিলক্ষিত হয়। এধরনের আয়োজন যুবসমাজের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো এবং ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিন উদ্বোধক তথা অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই টুর্নামেন্টের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সার্বিক সফলতা কামনা করেন। পাশাপাশি বিশ্বাস পোষণ করেন এই প্রতিযোগিতা ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকদের জন্য একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা হবে এবং খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে আজ দুই মাঠে দুই ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে এখন সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সচিব অনুযায়ী বৃহস্পতিবার নেতাজি জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কোন ম্যাচ নির্ধারিত না থাকলেও যথারীতি লড়াই শুরু হবে আগামীকাল শুক্রবার। এদিন মাঠে নামবে চারটি দল। বামুটিয়া তালতলা স্কুল মাঠে আয়োজিত এদিনের ম্যাচে অংশ নেবে জুয়েলস ও চাম্পামুড়া। ম্যাচটি জুয়েলসের তৃতীয় ম্যাচ হলেও প্রতিপক্ষ চাম্পামুড়ার দ্বিতীয় ম্যাচ। জুয়েলস জয় দিয়ে নিজেদের অভিযান শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই পরাজয়ের মুখ দেখে। অপরদিকে চাম্পামুড়া প্রথম ম্যাচে পোস্টারকে হারিয়ে লড়াই শুরু করে। তাই চাম্পামুড়ার লক্ষ্য দ্বিতীয় জয় ছিনিয়ে নেওয়া। অপরদিকে জুয়েলসেরও লক্ষ্য তৃতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানো। অন্যদিকে নেপকো মাঠে আগামীকাল মুখোমুখি হবে বাধারঘাট ও দশমিঘাট। এই দুই দলই এদিন তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে। তবে গত দুই ম্যাচে বাধারঘাট টানা পরাজয় স্বীকার করলেও দশমিঘাট গতদিন পোলস্টারকে হারিয়ে জয়ের মুখ দেখতে সক্ষম হয়।

নবসকোর ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হলো পুষ্প থ্রি

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। যুবকদের নেশা থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে মান্দাই ডনবসকোর উদ্যোগে আয়োজিত ভলিবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন পুষ্প থ্রি। গত ২০ জানুয়ারি থেকে মোহনপুর মহকুমার কমল কাওতালপাড়া এলাকায় ১২টি দলকে নিয়ে শুরু হয় এই টুর্নামেন্ট। একের পর এক এই টুর্নামেন্টের ম্যাচ সম্পন্ন হবার পর ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে পুষ্প থ্রি ও হাই স্পিকারস। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। তাতে পুষ্প থ্রি ৩-২সেটে প্রতিপক্ষ হাই স্পীকার্সকে পরাজিত

শান্তির বাজারে চিকিৎসকদের উদ্যোগে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। শান্তির বাজার জেলা হাসপাতাল চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে অনেক উন্নত। এই জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাক্তার অজয় পাল, ডাক্তার পুষ্পল চৌধুরী, ডাক্তার প্রসনজিৎ দাস ও ডাক্তার শান্তনু দাস প্রতিনিয়ত ভগবান রূপে রোগিদের নতুন করে জীবনদান করে বাঁচার পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন। জেলা হাসপাতাল সঠিকভাবে পরিচালনা করেছেন ডাক্তার জে এস রিয়াং। হাসপাতালের চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি চিকিৎসকদের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচীও করতে দেখা যায়। এরই মধ্যে যুবসমাজকে নেশার কড়াল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখতে ও শারিরিক বিকাশে খেলাধূলার গুরুত্ব বোঝানোর লক্ষ্যে ডাক্তার অজয় পালের প্রচেষ্টায় ২৩ শে জানুয়ারীর মহানদিনে জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের নিয়ে নারাইফাং স্কুলমাঠে অনুষ্ঠিত হয় এক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। বর্তমান যুব সমাজ নেশার কড়াল গ্রাসে আশক্ত হয়ে পরছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে খেলাধূলা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান যুবসমাজ খেলাধূলায় অংশ গ্রহন না করে মোবাইলের অনলাইন গেইমে আশক্ত হয়ে পরছে।

তাই এসকল নেশা থেকে যুবসমাজকে মুক্ত রাখতে ও সকলের শারিরিক বিকাশে এই ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন। চিকিৎসকরা সবসময়ই রোগীদের পরিষেবা প্রদান করে। সকলে পরিবারের লোকজনদের রেখে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। এই ক্রিকেট ম্যাচের মাধ্যমে সকলে একত্রিত হয়ে শারিরিক চর্চা হচ্ছে বলে জানান চিকিৎসক। চিকিৎসকদের আয়োজিত এই ক্রিকেট ম্যাচে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পূর্ত দপ্তরের এস ডি ও প্রবীর বরন দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুশেন বৈদ্য সহ অন্যান্যরা। বন্ধুত্বপূর্ণ প্রীতি ম্যাচের ফলাফলে ফেরারী এভেঞ্জার ১৫ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ৯১ রান সংগ্রহ করে। অপরদিকে ফিয়ারলেস ফেলকন ১৩ ওভার ৩ বলে ৫ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ম্যাচ শেষে জয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন আমন্ত্রীত অতিথিরা। আজকের দিনে সকলকে এধরনের বিশেষ উপহার দেওয়ার জন্য ডাক্তার অজয় পালকে প্রত্যেকে বিশেষ ধন্যবাদ জানান।

পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে কাঠালিয়ায় প্রীতি ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। পুলিশ সপ্তাহের শেষ দিনে বৃহস্পতিবার যাত্রাপুর পুলিশ প্রশাসন এবং কাঁঠালিয়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থার মাঝে এক প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়! এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন যাত্রাপুর থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ, স্থানীয় জনসেবক রতন দেবনাথ, নাচের শিক্ষিকা মৌসুমি বিশ্বাস সহ আরো অনেকেই!

এই ক্রিকেট ম্যাচে টসে জয় লাভ করে কাঁঠালিয়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রথমে ব্যাট করে ৫৯ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে যাত্রাপুর পুলিশ প্রশাসন ৫৮ রানে নিজেদের গুটিয়ে নেন।

মাত্র ১ রানে জয় লাভ করেন কাঁঠালিয়া সমাজ উন্নয়ন সংস্থা! যাত্রাপুর পুলিশ প্রসাসনের হয়ে ভালো বল করে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হন জীতেন্দ্রর চৌধুরি! এই খেলাকে কেন্দ্র করে যাত্রাপুর থানার ওসি জানান খেলাধুলা যুবকদের অনুপ্রেরনা ঐক্যতা ও শারিরীক গঠনে সহায়তা করে। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে এটা অন্যতম বলেও জানান তিনি।

পশ্চিম জেলা ভিত্তিক ভলিবল দল গঠন ২৫ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামী ৩১ শে জানুয়ারি থেকে ২রা ফেব্রুয়ারি তিন দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমির ভলিবল কোর্টে। আর এই রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে আগামী ২৫শে জানুয়ারি দুপুরে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমির ভলিবল কোর্টে অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত তিনটি মহকুমা যথাক্রমে সদর, মোহনপুর ও জিরানিয়া মহকুমার খেলোয়ারদের নিয়ে পশ্চিম জেলার পুরুষ ও মহিলাদের দল গঠন শিবির। শিবিরে যারা অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদেরকে ২৫ শে জানুয়ারি ভলিবল প্রশিক্ষক শংকর ঘোষের নিকট রিপোর্ট করতে হবে। এই সংবাদ জানান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভলিবল এস সি হাসানের সম্পাদক তাপস কুমার নাগ।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দৃষ্টিহীনদের প্রীতি ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। দেশের প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে ক্রিকেট এসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ত্রিপুরার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো দৃষ্টিহীনদের এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। তাতে অংশ নেয় লুইস ব্রেল একাদশ ও হেলেন কেলার একাদশ। সীমিত ওভারের এই ক্রিকেট ম্যাচে লুইস ব্রেল একাদশ টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে ১৭.১ ওভারে সংগ্রহ করে ১৫৬ রান। দলের পক্ষে বিশ্বজিৎ দেবনাথ ১৭ বলে ৪০ রান করে। জবাবে জয়ের জন্য ১৫৭ রানের টার্গেট নিয়ে হেলেন কেলার একাদশ মাত্র একজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে তুলে নেয় জয়ের প্রয়োজনীয় রান। জয়ী দলের পক্ষে সুশান্ত সরকার ৪৮ বলে সর্বোচ্চ ৮০ রান করে অপরাজিত থাকে। এছাড়া অর্পণ কুমার দাস ৪৪ বলে ৩৮ রান করে। প্রীতি ম্যাচে সেরা ক্রিকেটার হিসেবে মনোনীত হন সুকান্ত সরকার।

এক শর্মা পারেননি, গম্ভীরের মুখে হাসি ফোটালেন অন্য শর্মা

রোহিত শর্মা পারেননি। পারলেন অভিষেক শর্মা। কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখে হাসি ফোটালেন পঞ্জাবের শর্মা। এক মডেলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে গত বছর ২২ ফেব্রুয়ারি অভিষেককে ডেকে পাঠিয়েছিল সুরাত পুলিশ। মৃত্যুর আগে অভিষেককেই শেষ বার ফোন করেছিলেন তানিয়া সিংহ নামে সেই মডেল। তার ঠিক ১১ মাস পর ভারতের প্রথম একাদশের নয়নের মণি অভিষেকই।

ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে আগ্রাসী ইনিংস আগেও খেলেছেন। তবু বুধবার ইডেন গার্ডেন্সে অভিষেকের ৩৪ বলে ৭৯ রানের ইনিংস মুগ্ধ করেছে ক্রিকেটপ্রেমীদের। ৫টি চার এবং ৮টি ছয়ের সাহায্যে খেলা ইনিংসে সামান্যতম স্বস্তি নিতে দিলেন না ইংল্যান্ডের বোলারদের। ইডেনে অর্ধশতরান পূর্ণ করার পর পরিচিত ভঙ্গিতে হাতের মুদ্রায় ‘এল’ অক্ষর তৈরি করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অভিষেক। গত বছর আইপিএলের সময় এমন উচ্ছ্বাসের ব্যাখ্যা দিয়ে অভিষেক বলেছিলেন, “এই উচ্ছ্বাস আমাদের ব্যক্তিগত। এর মানে হল লভ, অর্থাৎ ভালবাসা। আমি আর ট্রেভিস হেড ভালবাসা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরনের উচ্ছ্বাস করছি।” ম্যাচ জেতানো এমন ইনিংস খেলার পর অভিষেককেও ভালবেসে ফেলতে পারেন সমর্থকেরা।

শুভমন গিলের সঙ্গে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিলেন অভিষেক। সে সময় বাঁ-হাতি স্পিনার হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন। ব্যাট করতেন মিডল অর্ডারে। আইপিএল দল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তাঁর ব্যাটিংয়ের উপর আস্থা রেখেছিল। উপরের দিকে ব্যাট করানো হত তাঁকে। পরে ওপেনও করানো হয়। ধীরে ধীরে তার ফল পেতেও শুরু করে হায়দরাবাদ। তবুও যেন তাঁর ব্যাটিংয়ে খামতি থেকে গিয়েছিল। যা মেরামত করেন যুবরাজ সিংহ। এক সময় যুবরাজের অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করতেন অভিষেক। ছোটবেলার কোচ তাঁর বাবা রাজকুমার শর্মাই। দ্বিতীয় কোচ মনোজ কালরা। বর্তমানে যুবরাজের অ্যাকাডেমির অন্যতম কোচ।

যুবরাজ তাঁর ব্যাটিং স্টান্স বদল করে দেন। যুবরাজের নির্দেশ ছিল, ১০০ মিটারের বাউন্ডারি পার করতে পারলে ছয় রান ধরা হবে। না হলে আউট। প্রথম দিকে অভিষেকের হাতে বেশি জোর ছিল না। হেভিওয়েট ট্রেনিং করতে হয়। শরীরের ওজনও বাড়াতে হয়। যুবরাজের ছোঁয়ায় অভিষেক ক্রমে তাঁর মতোই আগ্রাসী ব্যাটার হয়ে উঠেছেন। ইডেনে বুধবার মারা আটটি ছক্কার মধ্যেও রয়েছে যুবরাজের নির্দেশ মেনে চলার নিদর্শন। ব্যাট-বলে ঠিকমতো না হলেও বল উড়ে গিয়েছে গ্যালারিতে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্ম বার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজধানীতে শোভাযাত্রা।

সিপিআইএমকে ধন্যবাদ, তাদের জন্যই বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপি : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ জানুয়ারি: সিপিআইএমকে ধন্যবাদ, তাদের জন্যই বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপি। আজ ৮ টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে রবীন্দ্রভবনে বুথ সভাপতিদের সংবর্ধনা এবং বুথ কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি কাজের জায়গা। এখানে এগিয়ে আসতে হলে কাজ করতে হবে। বিজেপি দলে টিকে থাকতে হলে সাধারণের জন্য কাজ করতে হবে। দল বা গ্রুপ বানিয়ে লাভ হবে না। তিনি বলেন, কাজের কোনো বিকল্প নেই, কাজের মাধ্যমেই পরিচিতি লাভ করা সম্ভব।

তিনি বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, সিপিআইএমকে ধন্যবাদ। তাদের জন্যই বিজেপির কর্মীদের মধ্যে কাজের তাগিদ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিপিআইএম এত পরিমাণ অত্যাচার চালিয়েছে, যার ফলে বিজেপি মানুষকে মুক্তি দিতে, তাদের হটাতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে। যার ফলেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিজেপি দল ক্ষমতায় এসেছে।

তিনি বলেন, বিজেপি সরকার আসার পরেই রাজ্যে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। গ্রামে গঞ্জে প্রচুর প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ বিজেপির কাজে খুবই খুশি। বিজেপি জনমুখী কাজের খতিয়ান এদিন তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত হয়েছে বিজেপি বুথ সভাপতি নির্বাচন। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির ৮ টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের উদ্যোগে রবীন্দ্র ভবনে বুথ সভাপতিদের সংবর্ধনা এবং বুথ কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহা সহ অন্যান্যরা। এদিন ৫৬ টি বুথের সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

'একজন চিরস্থায়ী উদ্দীপক ছিলেন", নেতাজিকে শ্রদ্ধা অভিষেকের

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি (হি.স.):'একজন ব্যক্তি একটি আদর্শের জন্য মারা যেতে পারেন। কিন্তু সেই ধারণা তাঁর মৃত্যুর পরে, হাজার জীবনে অবতীর্ণ হবে।' বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক লিখেছেন, "আমার জীবনে, বিশেষ করে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে আমার রাজনৈতিক যাত্রা জুড়ে, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু একজন চিরস্থায়ী উদ্দীপক ছিলেন।

মাতৃভূমির প্রতি তাঁর অতুলনীয় ভক্তি আমার জন্য অনুপ্রেরণা এবং শক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন উৎস। অনিশ্চয়তার মুহূর্তে, আমি তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্টতা চেয়েছি। প্রতিকূল সময়ে, আমি তাঁর অদম্য চেতনা থেকে সাহস পেয়েছি। নেতাজি ছিলেন এমন একজন নেতা যিনি নিঃস্বার্থতার উদাহরণ দিয়েছিলেন, যিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যিনি কখনও জাতির জন্য নিজের জীবন দিতে দ্বিধা করেননি।

আজ, যখন আমরা তাঁর জন্মবার্ষিকীতে সম্মান জানাই, আমি ভারতীয় ইতিহাসের এই বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় প্রণাম করি। তাঁর উত্তরাধিকার, আমাদের জাতির আত্মায় খোদাই করা। তাঁর কর্ম এবং ত্যাগের আহ্বান রয়ে গেছে। আমরা সকলেই ভারতের প্রতি তাঁর অসাধারণ উৎসর্গের একটি অংশকেও মূর্ত করার আকাঙ্ক্ষা করি।"

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপিত

আগরতলা,২৩ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। আজ নেতাজির জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে একলব্য পরিসরে মুখ্য অতিথির আসন অলংকৃত করেন মোহনপুর সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট সুভাষ দত্ত। তিনি তাঁর ভাষণে সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনাদর্শ এবং স্বাধীনতা অর্জনের মহাসংগ্রাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা-অর্জন আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র বসু একজন প্রাত:স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। অতি-উজ্জ্বল এই মহান চরিত্র, যিনি নির্দ্বিধায় এই মহাসংগ্রামে নিজের সমগ্র জীবনকে উৎসর্গকৃত করেছেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে। এই অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষতা করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরের মাননীয় নির্দেশক প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র। শাশ্বত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৌদ্ধদর্শন বিদ্যাশাখার অধ্যক্ষ প্রফেসর অবধেস কুমার চৌবে। তাছাড়া বিশেষ অতিথি রূপে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাশাস্ত্র বিদ্যাশাখার অধ্যক্ষ প্রফেসর বুলুসু পদ্মামিত্র শ্রীনিবাস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ভাষণ প্রদান করেন ধর্মশাস্ত্র বিভাগের বিভাগাধক্ষ্য ড. মনোজ কুমার সাহু মহোদয়। আজকের এই অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ছিলেন ধর্মশাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌম্যজ্যোতি সাহা। রাষ্ট্রগানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সূচিত হয়।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মবার্ষিকীর উপলক্ষ্যে টিজিবিওএ-এর কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: আজ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিজিবিওএ) পূর্ব কাঞ্চনবাড়িতে একটি কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে যেখানে তারা সফলভাবে সম্প্রদায়ের দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে ১৩০টিরও বেশি কম্বল এবং মিষ্টি বিতরণ করেছে। মাননীয় বিধায়ক শ্রী ভগবান দাসের উপস্থিতি ছিলেন। মাননীয় বিধায়ক রাজ্যের গ্রামীণ স্তরের জন্য তাদের উষ্ণ সমর্থন প্রসারিত করার জন্যঠওঙ্কঞ্জঙ-কে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মাননীয় বিধায়ক তার বক্তৃতায় সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেক একক ব্যক্তিকে ব্যাঙ্ক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন,এর জবাবে সবাই বলেন যে তাদের টিজিবি-তে একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে এবং তারা টিজিবি স্কিমগুলি সম্পর্কে বলতে পেরে গর্বিত বোধ করছেন যার মাধ্যমে তারা সব সময় সুবিধা পেয়ে গেছেন। তাছাড়া ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক সবসময় তাদের পাশে ছিল বলে তারা স্বাবলম্বী হয়ে মাথা উচু করে বাঁচতে পেরেছেন সর্বদাই। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন মাঝেমধ্যেই এই ধরনের কর্মসূচি তে নিজেদের কে একত্রিত রাখেন বলে জানালেন এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী রাজীব নাথ মহোদয়।

সিপিআইএম রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি : আজ সিপিআইএম দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী সহ পার্টির অন্যান্য নেতৃত্বরা।

আজকের এই সভা ২৪ তম রাজ্য সম্মেলনের আগে কমিউনিষ্ট পার্টির শেষ সভা। এই সভায় রাজ্য সম্মেলনের আয়োজনা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানান বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী। দলের সমস্ত সাংগঠনিক এবং রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আজকের এই সভায় চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বিগত তিন বছরে দলীয় বিভিন্ন কার্য্যকলাপের হিসাব নিকাশ সহ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়নের একটি খসড়া প্রতিবেদন আজকের এই সভায় তুলে ধরা হবে। এর ভিত্তিতে আলোচনাক্রমে আগামী কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এমনটাই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন চৌধুরী।

নেতাজির ১২৮ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে এআইডিএসও, এআইএমএস এবং এআইডিওয়াই এর সদস্যরা।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্ম দিবস পালনের উদ্দেশ্যে ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন ও যুব সংগঠনের উদ্যোগে রাজধানীর পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে নেতাজির বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য ছবি এই প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে। নেতাজির জীবনাদর্শ এবং পূর্ণ স্বরাজের আকাঙ্ক্ষাকে পাথেয় করে যুব সমাজকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে এই আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এআইডিএসও, এআইএমএস এবং এআইডিওয়াই এর সদস্যরা।

নেতাজি স্মরণে

ধলেশ্বর ব্লু লোটাস ক্লাবে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: নেতাজির জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ধলেশ্বর ব্লু লোটাস ক্লাবের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ধলেশ্বরের ব্লু লোটাস ক্লাবের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক কুমার মজুমদার।

এদিন তিনি রক্তদাতা তাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। এধরনের রক্তন শিবিরে সকল অংশের মানুষজনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

পশ্চিম শান্তিনগর স্কুলে ল্যাবের কাজ পরিদর্শন করলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী

কল্যাণপুর, ২৩ জানুয়ারি: শিক্ষার উন্নয়নে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হলো কল্যাণপুর অন্তর্গত শান্তিনগর বাজার সংলগ্ন পশ্চিম শান্তিনগর বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের জন্য নির্মাণাধীন বিজ্ঞান ল্যাব ও ভোকেশনাল ল্যাবের কাজ আজ সরজমিনে পরিদর্শন করেন স্থানীয় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এই দুটি ল্যাব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিজ্ঞান ল্যাবটি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দেবে এবং ভোকেশনাল ল্যাবের মাধ্যমে তারা দক্ষতামূলক শিক্ষায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। পরিদর্শনের সময় বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী জানান, "শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করার জন্য আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছি। কাজ সম্পন্ন হলে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।" স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে অত্যন্ত ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, এই ল্যাবগুলি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের নয়, এলাকার সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, বিজ্ঞান ও ভোকেশনাল ল্যাবের নির্মাণকাজ দ্রুত গতিতে চলছে।

স্থানীয় প্রশাসনের নজরদারিতে কাজের মান নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মেধা ও দক্ষতার উন্নয়নে নতুন দিশা দেখাবে এবং শান্তিনগর এলাকার শিক্ষার মানোন্নয়নে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হবে।

আশ্রম চৌমুহনীস্থিত শতদল সংঘের উদ্যোগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি: আশ্রম চৌমুহনীস্থিত শতদল সংঘের উদ্যোগে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবস উপলক্ষে এক বর্ণাট্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাজধানী শতদল সংঘের পক্ষ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রাটি শতদল সংঘের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে পুনরায় শতদল সংঘের সামনে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় বিভিন্ন নিয়ে বের হন অনেকে। শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। উৎসব জনতা রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা উপভোগ করেন।

রাজ্য জুড়ে নেতাজির জন্মজয়ন্তী পালিত

আগরতলা, ২৩ জানুয়ারি : দেশে স্বতন্ত্রতা আনার নেপথ্যে যত বীরপুরুষ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নেতাজি শ্রেষ্ঠ। আজ নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে মহারাজগঞ্জ বাজারে নেতাজির পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে এই কথা বলেন ত্রিপুরা রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু।

এদিকে, যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবস পালিত হয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করে নেতাজির প্রতিকৃতি মাল্যদান করেন উপস্থিত সকল বিজেপি দলের নেতৃত্বরা।

এদিকে, প্রতিবছরের মতো এবারও ধর্মনগরে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ভারতের মহানায়ক ও বীর সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। ধর্মনগর পুর পরিষদ এবং ধর্মনগর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী দাস সেন, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিরা। এই অনুষ্ঠানে বীর বিক্রম ময়দানে প্রথমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী দাস সেন এবং ধর্মনগর জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। আয়োজিত এই উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, যেখানে অংশ নেয় প্রায় ৪০টি বিদ্যালয়ের সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী। শোভাযাত্রার শেষে প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে অংশগ্রহণকারী দলকে সম্মানসূচক স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

এদিকে, কৈলাসহরেও যোগাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়েছে। প্রাক্তন সৈনিক লীগ ও কৈলাসহর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে কৈলাসহর নেতাজি কর্নারে, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানি দেবরায়, কৈলাসহর মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার সহ আন্যান্যরা।

এদিকে, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এবং মহকুমা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৮ জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে। সকালে প্রভাত ফেরি অনুষ্ঠানের পর সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের সামনে থাকা নেতাজীর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান শারদা চক্রবর্তী, মহকুমা শাসক এম কে চাকমা, নগর পঞ্চায়েতের উপকার্য্যনির্বাহী আধিকারিক প্রবীর সাহা সহ অন্যান্য অতিথিরা।

এদিকে, কমলপুর নগর পঞ্চায়েত ও মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মদিন। কমলপুর শহরের নেতাজী চৌমুহনীর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মর্মর মূর্তির পাদদেশে মূল অনুষ্ঠান হয়। এদিন, কমলপুরের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি বিদ্যালয় থেকে ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সন্মান জানিয়ে রেলী বের করা হয়। সকাল ৯টায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিশাল রেলী শহরের শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শহরের নেতাজী চৌমুহনীর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মর্ম মুর্তির পাদদেশে সমাপ্ত হয়।

এদিকে, বিশালগড় আনন্দ মার্গ স্কুলের পক্ষ থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২৩শে জানুয়ারি ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বর্ণনাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।

এদিকে, বৃহস্পতিবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে মানব সেবায় নিয়োজিত হল ধর্মনগর মহকুমার দক্ষিণ কদমতলার জালাইবাড়ির "যুব সংকল্প ক্লাব"। জালাইবাড়ি যুব সংকল্প ক্লাব এক ভিন্ন আঙ্গিকে এই দিনটি পালন করেছে। ক্লাবের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে চক্ষু শিবিরের আয়োজন করে। অসমের শিলচর ইআরসি হসপিটালের উদ্যোগে এবং জালাইবাড়ি যুব সংকল্প ক্লাবের পরিচালনায় ক্লাব গৃহে অনুষ্ঠিত হয় এই চক্ষু শিবির।

এদিকে, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৮ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বহ্নিজ্যোতির পক্ষ থেকে আগরতলা অভয়নগর স্থিত মহিলা আশ্রমের আবাসিকদের ফল, মিষ্টি ও শুকনো খাবার প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার কার্য্যকারী সম্পাদক দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas